ZERO TO INFINITY

শর্ট টেকনিক ও বিভিন্ন কৌশল

পর্বঃ-০১

বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো মনে রাখার জন্য সহজ নিয়ম ও কৌশল। যা চাকরির পরীক্ষার কঠিন বিষয়গুলো সহজ করে তোলতে সহায়তা করবে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

শর্ট টেকনিক ও কৌশল

উৎসর্গ

আমার প্রিয় মা কে।

শর্ট টেকনিক ও বিভিন্ন কৌশল

উপসর্গ মনে রাখার টেকনিক

উপসর্গঃ- অর্থহীন অথচ অর্থ-দ্যোতক যে সকল অব্যয়সূচক শব্দাংশ কৃদন্ত বা নাম শব্দের পূর্বে বসে শব্দগুলোর অর্থের সংকোচন, প্রসারণ কিংবা অন্য কোন পরিবর্তন সাধন করে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে উপসর্গ বলে। যেমন: দেশ একটি শব্দ। এর পূর্বে উপসর্গ যোগ করলে হয় আদেশ, বিদেশ, প্রদেশ, উপদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি।

উপসর্গ মনে রাখার সহজ কিছু উপায়ঃ

উপসর্গ তিন প্রকার। যথা: ১. সংস্কৃত উপসর্গ। এর সংখ্যা ২০টি। ২. বাংলা উপসর্গ। এর সংখ্যা ২১ টি। সংস্কৃত ও বাংলা উপসর্গের মিল আছে ৪ টি। তা হলো বি, নি, সু, আ। ৩. বিদেশি উপসর্গ

খাঁটি বাংলা উপসর্গ মনে রাখার সহজ উপায়ঃ (১ম পদ্ধতি)

২১ টি খাটি বাংলা উপসর্গ: পাতি, অজ, অঘা, রাম, সা, হা, অনা, স, কু, উন, আ, কদ, আড়, আন, আব, ভর, ইতি, আ, সু, নি, বি

মনে রাখার কৌশল:

প্রিয় সুহাস, (সু ,হা, স) আদর (আ) নিবি (নি, বি) । তুই আমাদের অজপাড়া (অজ) গাঁয়ের আশা ভরসা (ভর, সা) । রাম ছাগলদের অনাচার (অনা), কুকথা (কু), আড়চোখে (আড়) তাকানোকে পাত্তা দিবিনা। তোর জন্য আবডালের (আব) ঊনপঞ্চশটি (ঊন) পাতিলেবু (পাতি) ও কদবেল (কদ) পাঠালাম । অচেনা (অ) জায়গায় মন আনচান (আন) করলে খাবি ।

ইতি (ইতি)

অঘারাম (অঘা রাম) ।

খাঁটি বাংলা উপসর্গ মনে রাখার অন্য কৌশলঃ (২য় পদ্ধতি)

খাঁটি বাংলা উপসর্গ (২১টি) । মনে রেখো, বাঙালিরা বেশি খায় তাই ২১ টি। কেননা তৎসম উপসর্গ ২০টি। বাংলা উপসর্গ সবসময় খাঁটি বাংলা শব্দ বা তদ্ভব শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়।

“আড়”চোখে “রাম”,

“অজ”মূর্খ “অঘা”রাম।

“হা”ভাতে “পাতি”হাঁস,

“নি”খুত “ইতি”হাস।

“কদা”কারে “ঊ”নিশ,

RAISUL ISLAM HRIDOY

"স"ঠিকে "বি"শ।
"অনা"চারে "কু"নজর,
"অ"পয়াকে "সু"নজর।
"আব"ছায়ায় "আন"চান,
"ভর"পেটে "সা"বধান।
"আ"গাছাকে "বি"নাশ,
"কু"শাসনে "স"র্বনাশ।

বাংলা উপসর্গঃ

পাতি, অজ, অঘা, রাম, সা, হা, অনা, স, কু, উন, আ, কদ, আড়, আন, আব, ভর, ইতি, আ, সু, নি, বি = ২১ টি। "আ, সু, নি, বি" খাটি বাংলা এবং তৎসম দুই ধরণের উপসর্গেই আছে। তাই এরা কমন। বাকী যা থাকে সেগুলো সবই (বিদেশী ছাড়া) তৎসম উপসর্গ (২০টি)। কাজেই এই সংক্ষিপ্ত গল্পটা মনে রাখতে পারলেই উপসর্গ মনে রাখা সহজ হবে।

তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ মনে রাখার সহজ সূত্রঃ

(অপি, অপ, প্রতি, অভি, বি, প্র, অতি, উৎ, সু, আ, নি, নির, অব, অধি, সম, দূর, পরা, উপ, অনু, পরি) = ২০ টি।

মনে রাখার কৌশল: অপি (অপি) আপুর (অপ) প্রতি (প্রতি) অভি (অভি) ও বিপ্রদাস (বি প্র) অতি (অতি) উৎসুক (উৎ, সু)। তাই আমি (আ) নিরঅবধি (নি, নির, অব, অধি) সমদুরত্ব (সম, দু) রেখে তার দেয় পড়া (পরা), উপ (উপ) অনুচ্ছেদ (অনু) পড়িনি (পরি)।

আরবি উপসর্গ মনে রাখার সহজ উপায়ঃ গর লা বাজে আম খাস?

ইংরেজি উপসর্গ মনে রাখার সহজ উপায়ঃ

"হেড" সাহেব "সাব" "হাফ" ও "ফুল" হাতা শার্ট পরেন।

হিন্দি উপসর্গ মনে রাখার সহজ উপায়ঃ "হর" "হরেক"

ফারসি উপসর্গ মনে রাখার সহজ উপায়ঃ

"না" "ফি" র "বর" "বদ" মায়েশ। "বে" আদব, "কম" 'জোর, ও "ব" কলম। কিন্তু "কার" 'বার ও "দর" স দালানে তিনি "নিম"রাজি।

দ্রষ্টব্য শুধুমাত্র ".." এর মধ্যে যা দেওয়া আছে, ওটাই উপসর্গ।

RAISUL ISLAM HRIDOY

শর্ট টেকনিক ও বিভিন্ন কৌশল

সমার্থক শব্দ মনে রাখার কৌশল

সমার্থক শব্দঃ-- সমার্থক বলতে সমান অর্থকে বুঝায়। অর্থাৎ সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ হলো অনুরূপ বা সম অর্থবোধক শব্দ। যে শব্দ অন্য কোন শব্দের একই অর্থ কিংবা প্রায় সমান অর্থ প্রকাশ করে, তাকে সমার্থক শব্দ বলা হয়। সমার্থক শব্দের একটিকে অন্যটির প্রতিশব্দ বলা হয়।

ছন্দে ছন্দে সমার্থক শব্দ মনে রাখার কৌশলঃ

আমরা জানি পৃথিবীর পেরেক বলা হয় পাহাড়কে। পাহাড় পৃথিবীর ভারসাম্যতা ধরে রাখে। মজার ব্যাপার হচ্ছে পৃথিবীর সমার্থক শব্দের সাথে 'ধর' যোগ করে দিলেই তা পাহাড়ের সমার্থক শব্দ হয়ে যাবে। যেমন:

পৃথিবী – ভূ, অবনী, ধরণী, ধরা, মহী, মেদিনী, ক্ষিতি, পৃথ্বী। পাহাড় – ভূধর, অবনীধর, ধরণীধর, ধরাধর, মহীধর, মেদিনীধর, ক্ষিতিধর, পৃথ্বীধর।

এরকম সূর্যের আলোয় পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, ঘনীভূত হয় মেঘে। অর্থাৎ মেঘ পানি ধরে রাখে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে পানির সমার্থক শব্দের সাথে 'ধর' যোগ করে দিলেই তা মেঘের সমার্থক শব্দ হয়ে যাবে। যেমন: পানি – জল, নীর, অম্বু, বারি, পয়, তোয়। মেঘ – জলধর, নীরধর, অম্বুধর, বারিধর, পয়ধর, তোয়ধর

আবার 'নিধি' শব্দের অনেকগুলো অর্থের মধ্যে একটি হচ্ছে আধার বা স্থান। তাহলে 'পানি'র সমার্থক শব্দের সাথে 'নিধি' যোগ করে দিলেই তা পানির মূল আধার বা স্থান সমুদ্রকে বুঝাবে। যেমন: পানি – জল, নীর, অম্বু, বারি, পয়, তোয়। সমুদ্র – জলনিধি, নীরনিধি, অম্বুনিধি, বারিনিধি, পয়নিধি, তোয়নিধি।

আকাশের সমার্থক শব্দ: গগন, শুন্য, আসমান, অন্তরীক্ষ, নভঃ, অনন্ত, নভোমণ্ডল, ব্যোম, দ্যু।

কিছু confusing সমার্থক শব্দঃ

১. 'খ' শব্দের সমার্থক শব্দ হলো 'আকাশ'; আর 'খগ' শব্দের সমার্থক শব্দ হলো 'পাখি'।

২. 'পবন' শব্দের অর্থ হলো 'বাতাস'; আর 'পাবন' শব্দের অর্থ হলো 'আগুন'।

৩. 'পরভৃৎ' শব্দের অর্থ হলো 'কাক'; আর 'পরভূত' শব্দের অর্থ হলো 'কোকিল'।

৪. 'কুমুদ' শব্দের অর্থ হলো 'পদ্ম', 'কুমুদিনী' শব্দের অর্থ হলো 'পদ্মের দল'; আর 'কুমুদনাথ' শব্দের অর্থ হলো 'চন্দ্র'।

৫. 'নগ' শব্দের অর্থ হলো 'পর্বত'; আর 'নাগ' শব্দের অর্থ হলো 'সাপ'।

RAISUL ISLAM HRIDOY

৬. 'পাদপ' শব্দের অর্থ 'যে পা দিয়ে পান করে', 'বৃক্ষ'; আর 'পাদ্য' শব্দের অর্থ 'পা ধোয়ার জল'।

৭. 'দ্বীপ' শব্দের অর্থ হলো 'চারদিকে জল-বেষ্টিত ভূভাগ'; 'দীপ' শব্দের অর্থ হলো 'প্রদীপ'/'বাতি'; আর 'দ্বিপ' শব্দের অর্থ হলো 'হাতি'।

৮. 'পুষ্কর' শব্দের অর্থ হলো 'পদ্ম'; আর 'পুষ্করিণী' শব্দের অর্থ হলো 'পুকুর'।

৯. 'আপন' শব্দের অর্থ হলো 'নিজ'; আর 'আপণ' শব্দের অর্থ হলো 'দোকান'।

১০. 'মহী', 'ক্ষিতি' শব্দগুলোর অর্থ হলো 'পৃথিবী'; আর 'মহীরুহ', 'ক্ষিতিরুহ' শব্দগুলোর অর্থ হলো 'বৃক্ষ'।

১১. 'জীমূত' শব্দটি দিয়ে 'মেঘ' ও 'পাহাড়' দুটোই বুঝায়।

১২. 'সরোবর' শব্দটি দিয়ে 'দীঘি' ও 'পদ্ম' দুটোই বুঝায়; আর 'সরোদ' শব্দের অর্থ 'এক প্রকার তারের বাদ্যযন্ত্র'।

১৩. 'অটবি' শব্দটি দিয়ে 'বন' ও 'বৃক্ষ' দুটোই বুঝায়।

১৪. 'কুঞ্জ' শব্দের অর্থ হলো 'বন'; 'নিকুঞ্জ' শব্দের অর্থ হলো 'বাগান'; আর 'কুঞ্জর' শব্দের অর্থ হলো 'হাতি'।

১৫. 'মৃগ' শব্দের অর্থ হলো 'হরিণ'; আর 'শাখামৃগ' শব্দের অর্থ হলো 'বানর'।

১৬. 'পানি' শব্দের অর্থ 'জল'; আর 'পাণি' শব্দের অর্থ 'হাত'।

১৭. 'শিখণ্ডী' শব্দের অর্থ হলো 'ময়ূর'; আর 'শিখরী' শব্দের অর্থ হলো 'বৃক্ষ', 'পাহাড়'। 'শিখী' শব্দের অর্থ হলো 'ময়ূর'; আর 'শাখী' শব্দের অর্থ হলো 'বৃক্ষ'।

১৮. 'কান্তা' শব্দের অর্থ হলো 'নারী'; আর 'কান্তার' শব্দের অর্থ হলো 'বন'।

১৯. 'আষাঢ়' হলো একটি মাসের নাম; আর 'আসার' হলো 'জলকণা'/'নিদর্শন'/'চিহ্ন'।

২০. 'ভূ', 'মেদিনী', 'মহী', 'ক্ষিতি' শব্দগুলোর অর্থ হলো 'পৃথিবী'; আর শব্দগুলোর সাথে যখন 'ধর' যুক্ত হয় (যেমন- ভূধর, মেদিনীধর, মহীধর, ক্ষিতিধর) তখন শব্দগুলোর অর্থ হয় 'পাহাড়'; আর যখন শব্দগুলোর সাথে 'পাল'/'নাথ'/'পতি' যুক্ত হয় (যেমন- ভূপাল, ভূপতি, মহীপাল, মহীনাথ, ক্ষিতিপাল, ক্ষিতিনাথ, ক্ষিতিপতি) তখন শব্দগুলোর অর্থ হয় 'রাজা'।

২১. 'প্রভা', 'কিরণ', 'অংশু', 'বিভা', 'ময়ূখ' শব্দগুলোর অর্থ হলো 'রশ্মি'/'আলো'; আর শব্দগুলোর সাথে যখন 'কর'/'মালী' যুক্ত হয় (যেমন- প্রভাকর, কিরণমালী, অংশুমালী, বিভাকর, ময়ূখমালী) তখন শব্দগুলোর অর্থ হয় 'সূর্য'।

RAISUL ISLAM HRIDOY

২২. আমরা অনেক সময় 'সমুদ্র' এবং 'মেঘ'-এর প্রতিশব্দগুলো গুলিয়ে ফেলি কারণ এদের প্রতিশব্দগুলো প্রায় কাছাকাছি ধরণের। তাই আমরা সহজে এভাবে মনে রাখতে পারি- যে শব্দগুলোর শেষে 'ধি' থাকবে সেগুলো সমুদ্রের প্রতিশব্দ এবং যে শব্দগুলোর শেষে 'দ' বা 'ধর' থাকবে সেগুলো মেঘের প্রতিশব্দ।

যেমন- সমুদ্রের প্রতিশব্দ বারিধি, জলধি, জলনিধি, অম্বুধি, সরোধি, উদধি, পয়োনিধি, তোয়ধি, বারিনিধি ইত্যাদি। লক্ষ করুন সবগুলো শব্দের শেষে 'ধি' আছে।

আবার মেঘের প্রতিশব্দ বারিদ, জলদ, অম্বুদ, তোয়দ, জলধর, পয়োধর, তোয়ধর, নীরদ, পয়োদ ইত্যাদি। লক্ষ করুন সবগুলো শব্দের শেষে 'দ' বা 'ধর' আছে।

ব্যতিক্রম: মোটামুটি একটি ব্যতিক্রমই রয়েছে সেটি হলো 'জলধর'। এই শব্দটি দ্বারা 'সমুদ্র' এবং 'মেঘ' দুটোকেই বুঝায়।

পারিভাষিক শব্দ মনে রাখার কৌশল

পারিভাষিক শব্দঃ- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কতকগুলো বিদেশি শব্দের সরাসরি কোনো প্রতিশব্দ না থাকায় ওই শব্দগুলোকে বোঝানোর জন্য যেসব বাংলা শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে পারিভাষিক শব্দ বলে। এই শব্দগুলো সরাসরি বা আংশিক পরিবর্তন হয়েছে আবার কিছু শব্দ উচ্চারণের পরিবর্তন হয়ে বাংলাভাষায় সংযোজিত হয়েছে। পারিভাষিক শব্দগুলো বাংলাভাষার শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করেছে।

১. পর্তুগীজ শব্দ মনে রাখার কৌশলঃ

গীর্জার পাদ্রি গুদামের বড় কামারার আলমারীর চাবি খুলে বালতি ভর্তি পাউরুটি, আনারস আতা, আচার, কাবাব এবং কেরাণিকে দিয়ে ইস্পাতের অন্য বাসনে আলকাতরা, আলপিন, ফিতা নিয়ে বেরিয়ে এসে সাবান মার্কা তোয়ালে পেতে বসলেন।

এখানেঃ গীর্জা, কামরা, পাদ্রি, গুদাম, আলমারী, চাবি, বালতি, পাউরুটি, আনারস, আতা, আচার, কাবাব, কেরানী, ইস্পাত, বাসন, আলকাতরা, আলপিন, ফিতা, সাবান, মার্কা এবং তোয়ালে পর্তুগীজ শব্দ।

আরো একটি টেকনিক শিখে নিইঃ-

পাদরি, বালতি, আনারস, গীর্জা, গুদাম, আলমারি, চাবি, আলপিন, পাউরুটি।

গল্পঃ- পাদরি বালতি ভর্তি আনারস নিয়ে গীর্জায় গেল। গীর্জার গুদামে ছিল এক আলমারি। চাবি দিয়ে আলমারি খুলে ভেতর থেকে এক আলপিন পাওয়া গেল। ব্যাস, পাদরিটি মনের সুখে

RAISUL ISLAM HRIDOY

আলপিন দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পাউরুটি আর আনারস খেতে লাগল।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- শব্দের সিরিয়াল অনুযায়ী গল্প বানানো হয়েছে। গল্প মনে রাখুন। শব্দগুলো খাতায় লিখে রাখুন। গল্প মনে থাকলে, শব্দ দেখেই এরপর থেকে বুঝতে পারবেন এটা পর্তুগীজ।

অন্য একটি গল্প দিয়ে পর্তুগীজ শব্দ মনে রাখিঃ-

গুরুত্বপূর্ণ পর্তুগীজ শব্দঃ- আতা, আচার, আয়া, আলকাতরা, ইস্পাত, ইস্ত্রি, কামিজ, কাতান, কেদারা, গামলা, কাবাব, পিরিচ, কেরানি, কামরা, ক্রুশ, জানালা, গরাদ, তোয়ালে, নিলাম, পাচার, পেয়ারা, পেরেক, পিস্তল, ফালতু, ফিরিঙ্গি, ফিতা, বারান্দা, তামাক, বোতাম, বাসন, বোমা, বেহালা, বর্গা, মার্কা, মিস্ত্রি, মাস্তুল, মস্করা, মাইরি, যীশু, সাবান, টুপি, সালসা, সাগু, কপি, পেঁপে।

এবার এই শব্দগুলো দিয়ে সিনেমা তৈরি করিঃ-

"আতা" এবং "আচার", চুরি করে খেল "আয়া"। গেল মেজাজ গরম হয়ে। ঢেলে দিলাম মুখে "আলকাতরা"। তাতেও রাগ কমল না। দিলাম "ইস্পাতের" "ইস্ত্রি" দিয়ে এক ছ্যাঁকা। এমা এমা এমা! পুড়ে গেল, পুড়ে গেল! এখন কি করা?

তার পোড়া "কামিজ" খুলে তাকে "কাতান" শাড়ি পড়ালাম। এরপর "কেদারায়" বসালাম। "গামলা" ভর্তি "কাবাব" এনে "পিরিচ" এ পরিবেশন করলাম।

এই দৃশ্য খেয়াল করছিল এক "কেরানি", "কামরায়" বসে। তার গলায় ছিল "ক্রুশ"। সে "জানালা"র "গরাদ" দিয়ে এসব দেখছিল। এবং "তোয়ালে" দিয়ে তার ঘাম মুছছিল। এখন তো আয়া আর কাজকর্ম করতে পারবে না। কি উপায়?

"নিলাম" এ উঠাও, কেউ কিনল নাতো "পাচার" করে দাও। যদি পুলিশ ধরে ফেলে?

আয়াকে "পেয়ারা"র বাক্সে ভরে, "পেরেক" দিয়ে ঠুকে, পাচার করে দেয়া হল।

[এখন ছবির শ্যুটিং হবে বিদেশে।]

বিদেশে নামার পরই "পিস্তল" ঠেকাল এক "ফালতু" "ফিরিঙ্গি"। যে "ফিতা" দিয়ে বেঁধে আয়াকে অপহরণ করে নিয়ে গেল। আয়াকে ফেলে রাখল "বারান্দায়"। ফিরিঙ্গিটা হুকুম করতে লাগল:-

এই আমার জন্য "তামাক" নিয়ে আয়, জামার "বোতাম" টা লাগিয়ে দে। "বাসন" গুলো মেজে দে।

আয়া এসব হুকুম সহ্য করতে পারল না। Boom! "বোমা" মেরে উড়িয়ে দিল ব্যাটা ফিরিঙ্গিকে।

এরপর সে মনের সুখে "বেহালা" বাজাতে লাগল।

এইসব খেয়াল করছিল এক "বর্গা" চাষী "মার্কা" মারা "মিস্ত্রি"। সে জাহাজের "মাস্তুল" ঠিক করছিল। এসব "মস্করা" দেখে সে বলেই উঠল, "মাইরি" বলছি, সবই "যীশু"র ইচ্ছা।

মিস্ত্রিকে আয়ার মনে ধরল। মিস্ত্রির হাল দেখে আয়া তাকে "সাবান" দিয়ে গোসল করিয়ে দিল ।

RAISUL ISLAM HRIDOY

তার "টুপি" তে করে "সালসা" ও "সাগু" এনে তাকে খাওয়াল। এরপর! দুজনে খুশি খুশি দিন যাপন করতে লাগল, "কপি" আর "পেঁপে" চাষ করে।

মুভির হ্যাপি এন্ডিং! গল্প আর সিনেমাটা মনে রাখুন আর শব্দ গুলো নোট খাতায় লিখে রাখুন। এরপর গল্প বা সিনেমাটা না দেখে নিজে নিজে শব্দগুলো দেখে গল্পটা মনে করার চেষ্টা করুন। আশা করি, যে এই সিনেমা ও গল্পটা মনে রাখতে পারবে, পর্তুগিজ শব্দ তার কাছে কিচ্ছুনা।

২. ফরাসি শব্দ মনে রাখার কৌশলঃ

বাংলা শব্দ ভান্ডারে বহু ফরাসি শব্দ আছে যা এই উপমহাদেশে ফরাসিদের আগমন এবং তাদের ভাষা থেকে আমাদের বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। নিচের চমৎকার ছড়াটির মাধ্যমে ফরাসি শব্দ মনে রাখা যায়।

ফরাসিরা কার্তুজ কাটে
কুপন নিয়ে যায় রেস্তোরাঁয়
সেমিজ ঘরে পাতি পাতি
ডিপোতে সব বাস রয়।

কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ, আঁশ, ওলন্দাজ, শেমিজ, পাতি-এগুলো ফরাসি শব্দ।

৩. ওলন্দাজ শব্দ মনে রাখার কৌশলঃ

বহু শব্দ ওলন্দাজ ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। নিচের ছড়াটির মাধ্যমে ওলন্দাজ শব্দ মনে রাখা যেতে পারে।

ওলন্দাজদের তাস খেলতে
লাগে ইস্কাপন
আরো লাগে টেক্কা তুরুপ
হরতন ও রুইতন।

এখানেঃ ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ, হরতন ও রুইতন।

৪. তুর্কি শব্দ মনে রাখার কৌশলঃ

সুলতান দারোগার বাবা আলখেল্লা পরে বেগম জমিলা খাতুন ও চাকরকে সাথে নিয়ে শিকারে গেলেন। তার বন্দুকের গুলিতে চাকুওয়ালা বাবুর্চি এবং কুলির লাশ পড়লে সাজা ভোগ শেষে মুচলেকা দিয়ে জনগনের বারুদ নেভালেন।

এখানেঃ বাবা, দারোগা, কুলি, লাশ, চাকু, বাবুর্চি, সুলতান, বন্দুক, বারুদ, চাকর, মুচলেকা, খাতুন,বেগম, আলখেল্লা ইত্যাদি তুর্কি শব্দ।

RAISUL ISLAM HRIDOY

শর্ট টেকনিক ও বিভিন্ন কৌশল

৫. গুজরাটি শব্দ মনে রাখার কৌশলঃ

গুজরাটিরা দামি খদ্দর পরে হরতাল করে। এখানে খদ্দর এবং হরতাল গুজরাটি শব্দ।

৬. পাঞ্জাবী শব্দ মনে রাখার কৌশলঃ

শিখ তারকাদের কাছে পাঞ্জাবীর চাহিদা বেশি। এখানে তারকা, পাঞ্জাবী।

৭. চীনা শব্দ মনে রাখার কৌশলঃ

চা, চিনি, লিচু ও লুচি চীনাদের প্রিয় খাবার। এখানে, চা, চিনি, লিচু ও লুচি চীনা শব্দ।

৮. বার্ম শব্দ মনে রাখার কৌশলঃ

বার্মাদের কাছে লুঙ্গি ও ফুঙ্গি জনপ্রিয় পোষাক। এখানে, লুঙ্গি, ফুঙ্গি বার্মা শব্দ।

৯. জাপানি শব্দ মনে রাখার কৌশলঃ

হাসনাহেনা ক্যারাটে ও জুডো শিখতে রোজ রিকসায় চড়ে শহরে যায়। এখানে, হাসনাহেনা, ক্যারাটে, জুডো, রিকসায় হলো জাপানি শব্দ।

১০. ফারসি শব্দ মনে রাখার কৌশলঃ

নিচের ছড়ার মাধ্যমে ফারসি শব্দ মনে রাখা যেতে পারে। সবগুলোই ফারসি শব্দ।

খোদা গুনাহ দোজখ নামাজ পয়গম্বর
কারখান চশমা তারিখ তোষক দফতর।
রোজা ফেরেস্তা ভেস্ত দোকান দরবার
আমদানি রফতানি জিন্দা জানোয়ার।
নালিশ বাদশাহ বান্দা দৌলাত
বেগম মেথর নমুনা দস্তখত।

১১. আরবি শব্দ মনে রখার কৌশলঃ

নিচের ছড়ার মাধ্যমে আরবি শব্দ মনে রাখা যেতে পারে। সবগুলোই আরবি শব্দ।

আল্লাহ ইসলাম ওজু গোসল কুরআন
হজ্জ যাকাত হারাম হালাল ঈমান।
মোক্তার রায় জাহান্নাম খারিজ আদালত
আলেম এলেম গায়েব কেচ্ছা কিয়ামত।
ঈদ উকিল ওজর এজলাস ইসনান
কলম কানুন নগদ বাকি লোকসান।

১২. পরিবর্তিত উচারনের শব্দ মনে রাখার কৌশলঃ

RAISUL ISLAM HRIDOY

আফিম (Opium), অফিস (Office), ইস্কুল (School), বাক্স (Box), হাসপাতাল (Hospital), বোতল (Bottle) ইত্যাদি।

রহিম মিয়া ভুল করে আফিমের বাক্স নিয়ে ইস্কুলের অফিসে প্রবেশ করেছে। সেখানে গিয়ে তার মনে পরলো এখন তো আমার বোতল নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার কথা।

১৩. ইংরেজি শব্দ (উচ্চারণের ক্ষেত্রে) মনে রাখার কৌশলঃ

ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, কলেজ, টিন, নভেল, নোট, পাউডার, পেন্সিল, ব্যাগ, ফুটবল, মাস্টার, লাইব্রেরি, স্কুল ইত্যাদি।

ইউনিভার্সিটির ছাত্র ইউনিয়ন টিন ও ব্যাগ নিয়ে তাদের পুরনো কলেজে গেল ফুটবল খেলতে। মাস্টারকে দেখে স্কুলের লাইব্রেরি থেকে পেন্সিল ও নোট এনে দিল। এরপর মাস্টার গায়ে পাউডার মেখে ছাত্রদের সাথে খেলায় নেমে গেল।

সমাস চেনার সহজ উপায়

RAISUL ISLAM HRIDOY

সমাসঃ-সমাস শব্দের অর্থ মিলন। অর্থ সম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের মিলিত হয়ে একটি নতুন শব্দ তৈরির ব্যাকরণ সম্মত প্রক্রিয়াকেই বলা হয় সমাস।

সমাস মনে রাখার ছন্দঃ-

-ও-এবং-আর মিলে যদি হয় দ্বন্দ্ব,
সমাহারে দ্বিগু হলে নয় সেটা মন্দ।
যে-যিনি-যেটি-যেটা-তিনি কর্মধারয়
যে-যার শেষে থাকলে তারে বহুব্রীহি কয়।
অব্যয়ের অর্থ প্রাধান্য পেলে অব্যয়ী মেলে,
বিভক্তি লোপ পেলে তৎপুরুষ তাকে বলে।

সমাস দুই ভাবে নির্ণয় করা যায়।

১) সমস্তপদ দিয়ে

২) ব্যাসবাক্য দিয়ে

১. দ্বন্দ্ব সমাস চেনার উপায়ঃ-

ব্যাস বাক্যের মাঝখানে ও/ এবং/আর থাকবে। যেমনঃ আমি, তুমি ও সে = আমরা

ক) পূর্বপদ ও পরপদের অর্থ স্বাধীন হবে।

খ) বিভক্তি সমান থাকবে।

গ) এবং, ও, আর (৩টি অব্যয়) থাকলে দ্বন্দ্ব সমাস হবে।

ব্যাসবাক্য লেখার নিয়মঃ পূর্বপদ + ও + পরপদ

উদাহরণঃ

কুশীলব = কুশ ও লব

দম্পতি = জায়া ও পতি

আমরা = তুমি, আমি ও সে

জন মানব = জন ও মানব

সত্যাসত্য = সত্য ও অসত্য

ক্ষুৎপিপাসা = ক্ষুধা ও পিপাসা

হিতাহিত = হিত ও অহিত

অহি নকুল = অহি ও নকুল

তরু লতা = তরু ও লতা

লাভালাভ = লাভ ও অলাভ

অলুক দ্বন্দ্ব সমাস চেনার উপায়ঃ-

ব্যাসবাক্যের মাঝখানে ও/এবং/আর ইত্যাদি থাকবে এবং পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পাবে না।

যেমনঃ দুধে ও ভাতে = দুধেভাতে। [দুধে শব্দের বিভক্তি লোপ পায় নি]

ক) পূর্বপদ ও পরপদের অর্থ স্বাধীন হবে।

খ) উভয় পদে (এ) বিভক্তি থাকবে।

গ) ব্যাসবাক্যে ে ও ো থাকলে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস হয়।

ব্যাসবাক্য লেখার নিয়মঃ পূর্বপদ + ও + পরপদ

উদাহরণঃ

দুধে ভাতে = দুধে ও ভাতে

ঘরে বাইরে = ঘরে ও বাইরে

দেশে বিদেশে = দেশে ও বিদেশে

বনে বাদাড়ে = বনে ও বাদাড়ে

খেয়াল করুনঃ প্রতিটি ব্যাসবাক্যের শেষে (এ-কার) আছে।

২. দ্বিগু সমাস চেনার উপায়ঃ-

RAISUL ISLAM HRIDOY

যে সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং সমাসটি সমষ্টি অর্থ প্রকাশ করে, তাকে দ্বিগু সমাস বলে।
চেনার উপায়ঃ দ্বিগু শব্দের "দ্বি" দ্বারা আমরা দ্বিতীয় বুঝি। অর্থাৎ ২ (সংখ্যা) বুঝাতে "দ্বি" শব্দটি ব্যবহার করি। ২ হলো একটি সংখ্যা। তাহলে যে শব্দে সংখ্যা প্রকাশ পারে সেটাকেই "দ্বিগু" সমাস বলে ধরে নিবেন। যেমনঃ শতাব্দী কোন সমাস? শতাব্দী মানে হল শত অব্দের সমাহার। অর্থাৎ প্রথমেই আছে "শত" মানে একশ, যা একটি সংখ্যা। সুতরাং এটি দ্বিগু সমাস। একইভাবে ত্রিপদী- (তিন পদের সমাহার) এটি ও দ্বিগু সমাস। কারণ এখানে ও একটি সংখ্যা (৩) আছে। এবার যেকোন ব্যাকরণ বই নিয়ে দ্বিগু সমাসের যত উদাহরন আছে সব এই সুত্রের সাহায্যে মিলিয়ে নিন।

ক) পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকবে।
খ) পরপদে বিশেষ্য থাকবে।
গ) সমস্তপদের অর্থ হবে সমষ্টি বা সমাহার।
ব্যাসবাক্য লেখার নিয়মঃ পূর্বপদ + ও + পরপদ
উদাহরণঃ
তেপান্তর = তে (তিন) প্রান্তরের সমাহার
সেতার = সে (তিন) তারের সমাহার
ত্রিফলা = ত্রি (তিন) ফলের সমাহার
নবরত্ন = নব (নয়) রত্নের সমাহার
পঞ্চবটী = পঞ্চ (পাঁচ) বটের সমাহার
পঞ্চনদ =পঞ্চ (পাঁচ) নদীর সমাহার
পশুরী = পাঁচ সেরের সমাহার
সপ্তর্ষি = সপ্ত (সাত) ঋষির সমাহার
সপ্তাহ = সপ্ত (সাত) অহের সমাহার
শতাব্দী = শত অব্দের সমাহার
ষড়ভুজ = ষড় (ছয়) ভুজের সমাহার

৩.কর্মধারয় সমাস চেনার উপায়ঃ-
কর্মধারয় সমাস থেকে পরীক্ষায় বেশি প্রশ্ন আসে। কর্মধারয় সমাসে "যে /যিনি/যারা" এই শব্দগুলো থাকবেই। যেমনঃ চালাকচতুর - চালাকচতুর মানে 'যে চালাক সে চতুর' তাহলে এখানে 'যে' কথাটি আছে, অতএব এটি কর্মধারয় সমাস।
ক) বিশেষ্য ও বিশেষণ দ্বারা গঠিত।

RAISUL ISLAM HRIDOY

খ) ব্যাসবাক্যের মাঝে "যে" থাকলে কর্মধারায় সমাস।

ব্যাসবাক্য লেখার নিয়মঃ পূর্বপদ + যে + পরপদ

যিনি + পূর্বপদ + তিনি-ই + পরপদ

যে + পূর্বপদ + সে-ই + পরপদ

যা + পূর্বপদ + তা-ই + পরপদ

উদাহরণঃ

জজসাহেব = যিনি জজ তিনি–ই সাহেব

চলচ্চিত্র = চলে যে চিত্র

কাঁচা মিঠা = যা কাঁচা তা-ই মিঠা

আলুসিদ্ধ = সিদ্ধ যে আল

কাপুরুষ = কু যে পুরুষ

প্রাণচঞ্চল = চঞ্চল যে প্রাণ

হলুদবাটা = বাটা যে হলুদ

বেগুনভাজা = ভাজা যে বেগুন

কর্মধারয় সমাস ৪ প্রকার

উপমান কর্মধারয় সমাস চেনার উপায়ঃ-

যদি দুটি শব্দ তুলনা করা যায় তবে সেটি হবে উপমান কর্মধারয় সমাস। যেমনঃ তুষারশুভ্র – (এটি পরীক্ষায় অনেকবার এসেছে।) শব্দটি খেয়াল করুন "তুষারশুভ্র"। তুষার মানে বরফ, আর শুভ্র মানে সাদা। বরফ তো দেখতে সাদা। তাহলে তো এটি তুলনা করা যায়। অতএব, এটি উপমান কর্মধারয়। একইভাবে "কাজলকালো"এটিও উপমান কর্মধারয় সমাস। কারণ কাজল দেখতে তো কালো রঙেরই হয়। তার মানে তুলনা করা যাচ্ছে। অতএব এটি উপমান কর্মধারয়। এটি অন্যভাবে ও মনে রাখা যায়। উপমান মানে Noun + Adjective. যেমন তুষারশুভ্র শব্দটির তুষার মানে বরফ হল Noun, আর শুভ্র মানে সাদা হল Adjective। কাজলকালো শব্দটির কাজল হল Noun, এবং কালো হল Adjective। অতএব Noun + Adjective = উপমান কর্মধারয় সমাস।

ক) 'বিশেষ্য + বিশেষণ' দ্বারা গঠিত হবে। (১ম পদ 'বিশেষ্য' ও ২য় পদ 'বিশেষণ')

খ) তুলনা বোঝাবে।

গ) মাঝে "ন্যায়" থাকলে উপমান কর্মধারায় সমাস হয়।

ব্যাসবাক্য লেখার নিয়মঃ (বিশেষ্য + র/এর) + ন্যায় + বিশেষণ)

RAISUL ISLAM HRIDOY

উদাহরণঃ

কাজলকালো = কাজলের ন্যায় কালো

বকধার্মিক = বকের ন্যায় ধার্মিক

বজ্রকঠিন = বজ্রের ন্যায় কঠিন

কুসুমকোমল = কুসুমের ন্যায় কোমল

কচুকাটা = কচুর ন্যায় কাটা

তুষারসাদা = তুষারের ন্যায় সাদা

ভ্রমরকালো = ভ্রমরের ন্যায় কালো

উপমিত কর্মধার সমাস চেনার উপায়ঃ

উপমিত কর্মধারয় যেটা তুলনা করা যাবে না। সিংহপুরুষ – খেয়াল করুন শব্দটি। সিংহপুরুষ মানে সিংহ আর পুরুষ। আচ্ছা সিংহ কি কখনো পুরুষ হতে পারে নাকি পুরুষ কখনো সিংহ হতে পারে? একটা মানুষ আর অন্যটা জন্তু, কেউ কারো মত হতে পারেনা। অর্থাৎ তুলনা করা যাচ্ছে না। তার মানে যেহেতু তুলনা করা যাচ্ছেনা, অতএব এটি উপমিত কর্মধারয় সমাস। চন্দ্রমুখ - মুখ কি কখনো চাঁদের মত হতে পারে, নাকি চাঁদ কখনো মুখের মত হতে পারে? কোনোটাই কোনটার মত হতে পারেনা। অর্থাৎ তুলনা করা যাচ্ছে না। তার মানে যেহেতু তুলনা করা যাচ্ছেনা, অতএব এটি উপমিত কর্মধারয় সমাস। এটিও অন্যভাবে মনে রাখা যায়। উপমিত মানে Noun+ Noun. যেমন - পুরুষসিংহ শব্দটির পুরুষ ও সিংহ দুটোই Noun. অর্থাৎ Noun+ Noun. একইভাবে চন্দ্রমুখ শব্দটির চন্দ্র ও মুখ দুটিই Noun. অর্থাৎ Noun+ Noun = উপমিত কর্মধারয় সমাস

ক) 'বিশেষ্য + বিশেষ্য' দ্বারা গঠিত হবে।

খ) তুলনা বোঝাবে।

গ) শেষে "ন্যায়" থাকলে উপমিত কর্মধারায় সমাস।

ব্যাসবাক্য লেখার নিয়মঃ বিশেষ্য + (বিশেষ্য + র/এর) + ন্যায়)

(১ম বিশেষ্য - যাকে তুলনা করা হবে, ২য় বিশেষ্য - যার সাথে তুলনা করা হবে)

উদাহরণঃ

মুখচন্দ্র = মুখ চন্দ্রের ন্যায়

সিংহপুরুষ = পুরুষ সিংহের ন্যায়

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস চেনার উপায়ঃ

RAISUL ISLAM HRIDOY

নামটা খেয়াল করুন, মধ্যপদলোপী। মানে মধ্যপদ অর্থাৎ মাঝখানের পদটা লোপ পাবে বা চলে যাবে। সহজ করে বললে হয়, যেখানে মাঝখানের পদটা চলে যায় সেটিই মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস। যেমনঃ সিংহাসন - সিংহাসন হলো' সিংহ চিহ্নিত যে আসন'। তাহলে দেখুন এখানে 'সিংহ চিহ্নিত যে আসন ' বাক্যটি থেকে মাঝখানের "চিহ্নিত" শব্দটি বাদ দিলে অর্থাৎ মধ্যপদ "চিহ্নিত "শব্দটি লোপ পেলে হয় "সিংহাসন"। যেহেতু মধ্যপদলোপ পেয়েছে, অতএব এটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।

ক) মধ্যপদ লোপ পেয়ে এই সমাস হয়।

খ) উভয় পদের মধ্যে পদ আসবে। যেমন- আশ্রিত, মিশ্রিত, চিহ্নিত , বিষয়ক, সূচক, ওপর , রাখার , শোভিত , প্লাবিত, মাখানো , রক্ষার , রক্ষার্থে , ঘেরা ইত্যাদি ।

ব্যাসবাক্য লেখার নিয়মঃ পূর্বপদ + মধ্যপদ + পরপদ

উদাহরণঃ

জ্যোৎস্নারাত =জ্যোৎস্না শোভিত রাত

আয়কর = আয়ের ওপর কর

বিজয় পতাকা = বিজয় সূচক পতাকা

প্রাণভয় = প্রাণ যাওয়ার ভয়

শিক্ষামন্ত্রী = শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী

সিংহাসন = সিংহ চিহ্নিত আসন

দুধভাত = দুধ মিশ্রিত ভাত

রূপক কর্মধারয় সমাস চেনার উপায়ঃ

ক) অবাস্তব বা অতিবাস্তব অর্থের শব্দ থাকবে । যেমনঃ মনমাঝি , বিষাদসিন্ধু ইত্যাদি।

খ) মাঝে "রূপ" থাকলে রূপক কর্মধারায় সমাস হবে।

ব্যাসবাক্য লেখার নিয়মঃ পূর্বপদ + রূপ + পরপদ

উদাহরণঃ

মোহনিদ্রা = মোহ রূপ নিদ্রা

জীবন প্রদীপ = জীবন রূপ প্রদীপ

বিষাদ সিন্ধু = বিষাদ রূপ সিন্ধু

তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায়ঃ

RAISUL ISLAM HRIDOY

ব্যাসবাক্যে ২য়া থেকে ৭মী বিভক্তি থাকবে। যদি ২য়া বিভক্তি থাকে তাহলে ২য়া তৎপুরুষ সমাস। ৩য়া থাকলে ৩য়া তৎপুরুষ সমাস এভাবে ৭মী বিভক্তি থাকলে ৭মী তৎপুরুষ সমাস।

যেমনঃ মন দিয়ে গড়া = মন গড়া, শ্রম দ্বারা লব্ধ= শ্রমলব্ধ, মধু দিয়ে মাখা= মধুমাখা।

রজ্জু দ্বারা বদ্ধ = রজ্জুবদ্ধ। [এখানে ব্যাসবাক্যে দ্বারা আছে তাই ৩য়া তৎপুরুষ সমাস।]

যজ্ঞের নিমিত্ত ভূমি = যজ্ঞভূমি। [নিমিত্ত থাকায় ৪র্থী তৎপুরুষ]

বিভক্তি মনে রাখুনঃ ২য়াঃ কে, রে; ৩য়াঃ দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক; ৪র্থীঃ কে, রে এবং জন্যে, নিমিত্তে; ৫মীঃ হতে, থেকে, চেয়ে; ৬ষ্ঠীঃ র, এর; ৭মীঃ তে, এ, য়।

নঞ তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায়ঃ ব্যাসবাক্যের পূর্বপদে নঞ বা না থাকবে। যেমনঃ ন উক্ত = অনুক্ত।

বহুব্রীহি সমাসঃ যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

বহুব্রীহি সমাস চেনার উপায়ঃ-

ক) ব্যাসবাক্যের শেষে "যার" থাকবে।

যেমনঃ দশ হাতের সমাহার যার = দশভুজা [ব্যাসবাক্যে শেষে যার আছে]

নঞ বহুব্রীহি সমাসঃ ব্যাসবাক্যের পূর্বপদে নঞ বা না থাকবে এবং পরপদে "যার" থাকবে।

যেমনঃ নি (নাই) দোষ যার= নির্দোষ।

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহিঃ ব্যাসবাক্যের শেষে "যার" থাকবে এবং মাঝখানের পদ লোপ পাবে।

যেমনঃ সোনার মতো উজ্জ্বল মুখ যার = সোনামুখী (এখানে মধ্যপদের লোপে সমাস সৃষ্টি হয়েছে)

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহিঃ ব্যাসবাক্যের পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ এবং পরপদে "যার" থাকবে।

যেমনঃ সে (তিন) তার যার = সেতার।

ব্যাতিহার বহুব্রীহিঃ দুটি কর্তা একই ধরনের কাজ করবে। যেমনঃ হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি [এখানে দুই হাত মিলে একই কাজ করছে]

প্রত্যায়ান্ত বহুব্রীহিঃ বহুব্রীহি সমাসের পরে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে সমাস তৈরি হয়, তাকে প্রত্যায়ান্ত বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমনঃ এক দিকে চোখ যার = একচোখ + আ = একচোখা।

অলুক বহুব্রীহিঃ যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদে বিভক্তির লোপ হয় না তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমনঃ হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি। [পূর্বপদ হাতে- এই শব্দের বিভক্তি সমস্তপদেও লোপ পায় নি]

RAISUL ISLAM HRIDOY

শর্ট টেকনিক ও বিভিন্ন কৌশল

প্রাদী সমাস চেনার উপায়ঃ ব্যাসবাক্যের পূর্বপদে প্র, প্রতি, অনু থাকবে।

যেমনঃ প্র ভাত = প্রভাত।

নিত্য সমাস চেনার উপায়ঃ গ্রামান্তর, দেশান্তর, আমরা, বিরানব্বই, কালসাপ, দর্শনমাত্র ইত্যাদি এগুলোই নিত্যসমাস।

উপপদ তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায়ঃ ব্যাসবাক্যের শেষে "যে/যা" থাকবে।

যেমনঃ জলে চরে যে = জলচর

কারক ও বিভক্তি নির্ণয়ের কৌশল

কারকঃ- বাক্যে অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়াপদের সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকেই কারক বলে। এই সম্পর্ক ৬ প্রকার। যেমনঃ- রাষ্ট্রপতি ঢাকায় রাজকোষ থেকে নিজ হাতে গরিবদেরকে অর্থ দান করেছেন।

কে করেছেন?----------রাষ্ট্রপতি (কর্তৃকারক)

কি দান করেছেন?----------অর্থ (কর্মকারক)

কিসের দ্বারা দান করেছেন?-নিজ হাতে (করণকারক)

কাকে দান করেছেন?-------গরিবদেরকে (সম্প্রদান কারক)

কোথা হতে দান করেছেন?—রাজকোষ থেকে (অপাদান কারক)

কোথায় দান করেছেন?------ ঢাকায় (অধিকরণ কারক)

বিভক্তিঃ- বাক্যে অন্তর্ভুক্ত একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দের সম্পর্ক সৃষ্টি করার জন্য শব্দের সাথে যেসব বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হয় তাকে বিভক্তি বলে। যেমনঃ- পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়। বাক্যে পাগল ও ছাগল শব্দের সাথে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

পাগল+এ=পাগলে

ছাগল+এ= ছাগলে

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও - এই বাক্যে ভিক্ষুকের সাথে কে বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

বাংলা শব্দ বিভক্তি সাত প্রকারঃ

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন

RAISUL ISLAM HRIDOY

প্রথমা	০, অ	রা,এরা,গুলি,গুলো,গণ,বন্দ, সমূহ
দ্বিতীয়া	কে, রে, এরে	দিগকে,দেরকে,দিগেরকে,দিগেরে,দের
তৃতীয়া	দ্বারা,দিয়া,দিয়ে,কর্তৃক	দিগকে দ্বারা,দের দিয়া, দিগ কর্তৃক, গুলো দ্বারা
চতুর্থী	কে, রে, এরে	দিগকে,দেরকে,দিগেরকে,দিগেরে,দের
পঞ্চমী	হতে, হইতে, থেকে, চেয়ে	দিগ হইতে,দের হইতে,দের থেকে,দিগের চেয়ে
ষষ্ঠী	র, এর	দের, দিগের,গুলির,গুলোর,বৃন্দের
সপ্তমী	এ, য়, তে, এতে	দিগে,দিগেতে,গুলিতে,গুলোর মধ্যে,গণের মধ্যে

বিভক্তি সম্পর্কে কিছু তথ্য

ক) চতুর্থী বিভক্তি শুধুমাত্র সম্প্রদান কারকে যুক্ত হয়।

খ) বচনভেদে বিভক্তির আকৃতি পরিবর্তিত হয়। তবে কোন বিভক্তি চিহ্নিত করার জন্য উপরের বিভক্তির তালিকাটি মনে রাখলেই চলবে।

গ) বিভক্তির নাম লেখার সময় কখনো সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা যাবে না। অর্থাৎ "দ্বিতীয়া বিভক্তিকে" কখনোই "২য়া বিভক্তি" লেখা যাবে না।

প্রতিটি কারক চেনার জন্য ক্রিয়াকে যে প্রশ্নগুলো করবেনঃ কে, কারা? কী, কাকে? কী দিয়ে? কাকে দান করা হল? কি হতে বের হল? কোথায়, কখন, কী বিষয়ে?

কোনটা কোন কারক সহজেই চিনবেন যে কৌশলে তা নিচে দেওয়া হলঃ-

ক্রিয়াপদকে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়	কারক
কে/কারা?	কর্তৃকারক
কি/কাকে?	কর্মকারক

RAISUL ISLAM HRIDOY

কিভাবে/কেন/কিসের দ্বারা?	করণকারক
কি/কাকে?(স্বত্ব ত্যাগ)	সম্প্রদানকারক
কোথা হতে?(উৎস, বিচ্যুতি, স্থানান্তর, আরম্ভ)	অপাদানকারক
কখন/কোথায়/কোন বিষয়ে?	অধিকরণকারক

১. কর্তৃকারক চেনার উপায়ঃ বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে ক্রিয়ার কর্তা বা কর্তৃকারক বলে। ক্রিয়াকে 'কে/ কারা' দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, সেটিই কর্তৃকারক।

যেমনঃ আমি ভাত খাই। বালকেরা মাছে ফুটবল খেলছে।

এখানে মনে রাখার উপায় হচ্ছে 'কে' বা 'কারা' দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পেলে সেই কর্তা বা কর্তৃকারক। কে ভাত খায়? উত্তর হচ্ছে আমি। কারা ফুটবল খেলছে? উত্তর হচ্ছে - বালকেরা। তাহলে আমি এবং বালকেরা হচ্ছে কর্তৃকারক।

বিঃ দ্রঃ- কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের বাক্যে এই নিয়ম খাটবে না। সেক্ষেত্রে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

কর্তৃ কারকের শ্রেণিবিভাগঃ

বৈশিষ্ট্যানুসারে কর্তৃকারক ৪ প্রকার। যথাঃ- ১. মুখ্য কর্তা ২. প্রযোজক কর্তা ৩. প্রযোজ্য কর্তা ৪. ব্যতিহার কর্তা।

১.মুখ্য কর্তাঃ নিজেই ক্রিয়া সম্পন্ন করে এমন কর্তাকে মুখ্য কর্তা বলে। যেমনঃ মায়ান ভাত খাচ্ছে, মিতু বই পড়ে।

২.প্রযোজক কর্তাঃ অন্য কাউকে জড়িত করে যে কর্তা তার কাজ সম্পাদন করে তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। এই ক্ষেত্রে বাক্যে Direct object থাকবে না। যেমনঃ শিক্ষক ছাত্রদেরকে পড়াচ্ছেন।

৩.প্রযোজ্য কর্তাঃ যাকে জড়িত করে প্রযোজক কর্তা কাজ সম্পাদান করে তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। এই ক্ষেত্রে বাক্যে Direct object থাকবে না। যেমন- শিক্ষক ছাত্রদেরকে পড়াচ্ছেন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

শর্ট টেকনিক ও বিভিন্ন কৌশল

বানান শুদ্ধ করণ

১. সমস্ত '-জীবী' বানানে 'বী'; আইনজীবী, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী; কিন্তু 'জীবিকা' ও জীবিত বানানে 'বি'।

২. প্রতিযোগী তে ঈ-কার, প্রতিযোগিতা তে ই-কার। এরকম- সহযোগী> সহযোগিতা উপকারী> উপকারিতা

৩. প্রাণী তে ঈ-কার, কিন্তু প্রাণিজগত, প্রাণিকুল, প্রাণিবিদ্যা তে ই-কার।

৪. মন্ত্রী, কিন্তু মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিপরিষদ হরীতকী, ভাগীরথী, সমীচীন শব্দগুলোয় দুটোই ঈ-কার এভাবে- পিপীলিকা, বিভীষিকা, শারীরিক, আশীর্বাদ, ইত্যাদি শব্দের শুধু ২য় বর্ণে ঈ-কার।

৫. দূরত্ব বোঝায় না এরূপ শব্দে ঊ-কার যোগে 'দুর' ('দুর' উপসর্গ) বা 'দু+রেফ' হবে।
যেমন— দুরবস্থা, দুরন্ত, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুরারোগ্য, দুরূহ, দুর্গা, দুর্গতি, দুর্গ, দুর্দান্ত, দুর্নীতি, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, দুর্নাম, দুর্ভোগ, দুর্দিন, দুর্বল, দুর্জয় ইত্যাদি।

৬. ধরন ও দরুন এ ন, কিন্তু ধারণ, ধারণা, কারণ, করণ, করুণ, দারুণ ইত্যাদি শব্দে ণ হবে।
পরিবহণ, প্রাঙ্গণ, রূপায়ণ, নারায়ণ, রামায়ণ সবগুলোর শেষে ণ।

৭. শ্রদ্ধাঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, প্রেমাঞ্জলি ইত্যাদি অঞ্জলি যুক্ত সকল বানানে লি হবে।

৮. রুপালি, সোনালি, পুবালি, বর্ণালি -আলি প্রত্যয় যুক্ত সকল বানানে ল এর উপর ই-কার।

৯. আশিস, শুভাশিস, স্নেহাশিস, শিস যুক্ত সকল বানান এরকম, প্রথমটা শ, পরেরটা স।

১০. মুমূর্ষু, মুহূর্ত, শুশ্রূষা -প্রথমটা ঊ-কার, পরের টা ঊ-কার।

১১. ব্যবচ্ছেদ, সতীচ্ছেদ, শিরশ্ছেদ এগুলোর নিচে ব-ফলা নেই।

১২. বিদেশি শব্দে 'স্ট' ব্যবহার হবে। বিশেষ করে ইংরেজি st যোগে শব্দগুলোতে 'স্ট' ব্যবহার হবে।
যেমন—পোস্ট, স্টার, স্টাফ, স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, স্ট্যাটাস, মাস্টার, ডাস্টার, পোস্টার, স্টুডিও, ফাস্ট, লাস্ট, বেস্ট ইত্যাদি। ষত্ব-বিধান অনুযায়ী বাংলা বানানে ট-বর্গীয় বর্ণে 'ষ্ট' ব্যবহার হবে।
যেমন— বৃষ্টি, কৃষ্টি, সৃষ্টি, দৃষ্টি, মিষ্টি, নষ্ট, কষ্ট, তুষ্ট, সন্তুষ্ট ইত্যাদি।

১৩. মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, চিহ্ন ইত্যাদি বানানে 'দন্ত্য ন'; এই 'ন' হ-এর কাঁধের ওপর বসবে।

১৪. অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ ইত্যাদি বানানে 'মূর্ধন্য ণ'; এই 'ণ' হ-এর নিচে বসবে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৫. জবাবদিহিতা, দারিদ্র্যতা, দৈন্যতা, সখ্যতা, বৈচিত্র্যতা, উত্কর্ষতা বলে কোনো শব্দ নেই; শব্দগুলো যথাক্রমে জবাবদিহি, দারিদ্র্য (বা দরিদ্রতা), দৈন্য (বা দীনতা), সখ্য, বৈচিত্র্য (বা বিচিত্রতা) ও উত্কর্ষ।

১৬. দাঁড়িপাল্লা, দাঁড়ি-মাল্লা, দাঁড়ি-কমা ইত্যাদি সমস্ত দাঁড়িতে চন্দ্রবিন্দু আছে; কেবল দাড়ি-গোঁফের দাড়িতে চন্দ্রবিন্দু নেই।

১৭. 'পূর্ণ' এবং 'পুন' (পুনঃ/পুন+রেফ/পুনরায়) ব্যবহার 'পূর্ণ' (ইংরেজিতে Full/Complete অর্থে) শব্দটিতে ঊ-কার এবং র্ণ যোগে ব্যবহার হবে। যেমন— পূর্ণরূপ, পূর্ণমান, সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ ইত্যাদি। 'পুন' (পুনঃ/পুন+রেফ/পুনরায়— ইংরেজিতে Re-অর্থে) শব্দটিতে উ-কার হবে এবং অন্য শব্দটির সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহার হবে। যেমন— পুনঃপ্রকাশ, পুনঃপরীক্ষা, পুনঃপ্রবেশ, পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পুনঃপুন, পুনর্জীবিত, পুনর্নিয়োগ, পুনর্নির্মাণ, পুনর্মিলন, পুনর্লাভ, পুনর্মুদ্রিত, পুনরুদ্ধার, পুনর্বিচার, পুনর্বিবেচনা, পুনর্গঠন, পুনর্বাসন ইত্যাদি।

১৮. পদের শেষে'-গ্রস্থ' নয় '-গ্রস্ত' হবে। যেমন— বাধাগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত ইত্যাদি।

১৯. 'কে' এবং '-কে' ব্যবহার: প্রশ্নবোধক অর্থে 'কে' (ইংরেজিতে who অর্থে) আলাদা ব্যবহার হয়। যেমন— হৃদয় কে? প্রশ্ন করা বোঝায় না এমন শব্দে '-কে' এক সাথে ব্যবহার হবে। যেমন—হৃদয়কে আসতে বলো।

২০. বিদেশি শব্দে ণ, ছ, ষ ব্যবহার হবে না। যেমন— হর্ন, কর্নার, সমিল (করাতকল), স্টার, ইনসান, বাসস্ট্যান্ড ইত্যাদি।

২১. অ্যা, এ ব্যবহার: বিদেশি বাঁকা শব্দের উচ্চারণে 'অ্যা' ব্যবহার হয়। যেমন— অ্যান্ড (And), অ্যাড (Ad/Add), অ্যাকাউন্ট (Account), অ্যাম্বুলেন্স (Ambulance), অ্যাসিস্ট্যান্ট (Assistant), অ্যাডভোকেট (Advocate), অ্যাকাডেমিক (Academic), অ্যাডভোকেসি (Advocacy) ইত্যাদি। অবিকৃত বা সরলভাবে উচ্চারণে 'এ' হয়। যেমন—এন্টার (Enter), এন্ড (End), এডিট (Edit) ইত্যাদি।

২২. ইংরেজি বর্ণ S-এর বাংলা প্রতিবর্ণ হবে 'স' এবং sh, -Sion, -tion শব্দগুচ্ছে 'শ' হবে। যেমন— সিট (Seat/Sit), শিট, (Sheet), রেজিস্ট্রেশন (Registration), মিশন (Mission) ইত্যাদি।

২৩. আরবি বর্ণ ش (শিন)-এর বাংলা বর্ণ রূপ হবে 'শ' এবং ث (সা) , س (সিন) ও ص (সোয়াদ)-এর বাংলা বর্ণ রূপ হবে 'স'। ث (সা) , س (সিন) ও ص (সোয়াদ)-এর উচ্চারিত রূপ মূল শব্দের মতো হবে এবং বাংলা বানানের ক্ষেত্রে 'স' ব্যবহার হবে।

RAISUL ISLAM HRIDOY

যেমন— সালাম, শাহাদত, শামস্, ইনসান ইত্যাদি। আরবি, ফারসি, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা থেকে আগত শব্দসমূহে ছ, ণ ও ষ ব্যবহার হবে না।

২৪. শ ষ স তৎসম শব্দে ষ ব্যবহার হবে। খাঁটি বাংলা ও বিদেশি শব্দে ষ ব্যবহার হবে না। বাংলা বানানে 'ষ' ব্যবহারের জন্য অবশ্যই ষত্ব-বিধান, উপসর্গ, সন্ধি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। বাংলায় অধিকাংশ শব্দের উচ্চারণে 'শ' বিদ্যমান। এমনকি 'স' দিয়ে গঠিত শব্দেও 'শ' উচ্চারণ হয়। 'স'-এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ বাংলায় খুবই কম। 'স'-এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ হচ্ছে— সমীর, সাফ, সাফাই। যুক্ত বর্ণ, ঋ-কার ও র- ফলা যোগে যুক্তধ্বনিতে 'স'-এর উচ্চারণ পাওয়া যায়। যেমন— সৃষ্টি, স্মৃতি, স্পর্শ, স্রোত, শ্রী, আশ্রম ইত্যাদি।

২৫. সমাসবদ্ধ পদ ও বহুবচন রূপী শব্দগুলোর মাঝে ফাঁক রাখা যাবে না। যেমন— চিঠিপত্র, আবেদনপত্র, ছাড়পত্র (পত্র), বিপদগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত (গ্রস্ত), গ্রামগুলি/গ্রামগুলো (গুলি/গুলো), রচনামূলক (মূলক), সেবাসমূহ (সমূহ), যত্নসহ, পরিমাপসহ (সহ), ত্রুটিজনিত, (জনিত), আশঙ্কাজনক, বিপজ্জনক (জনক), অনুগ্রহপূর্বক, উল্লেখপূর্বক (পূর্বক), প্রতিষ্ঠানভুক্ত, এমপিওভুক্ত, এমপিওভুক্তি (ভুক্ত/ভুক্তি), গ্রামভিত্তিক, এলাকাভিত্তিক, রোলভিত্তিক (ভিত্তিক), অন্তর্ভুক্তকারণ, এমপিওভুক্তকরণ, প্রতিবর্ণীকরণ (করণ), আমদানিকারক, রফতানিকারক (কারক), কষ্টদায়ক, আরামদায়ক (দায়ক), স্ত্রীবাচক (বাচক), দেশবাসী, গ্রামবাসী, এলাকাবাসী (বাসী), সুন্দরভাবে, ভালোভাবে (ভাবে), চাকরিজীবী, শ্রমজীবী (জীবী), সদস্যগণ (গণ), সহকারী, আবেদনকারী, ছিনতাইকারী (কারী), সন্ধ্যাকালীন, শীতকালীন (কালীন), জ্ঞানহীন (হীন), দিনব্যাপী, মাসব্যাপী, বছরব্যাপী (ব্যাপী) ইত্যাদি। এ ছাড়া যথাবিহিত, যথাসময়, যথাযথ, যথাক্রমে, পুনঃপুন, পুনঃপ্রকাশ, পুনঃপরীক্ষা, পুনঃপ্রবেশ, পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বহিঃপ্রকাশ শব্দগুলো একত্রে ব্যবহার হয়।

২৬. বিদেশি শব্দে ই-কার ব্যবহার হবে। যেমন— আইসক্রিম, স্টিমার, জানুয়ারি, ফ্রেব্রুয়ারি, ডিগ্রি, চিফ, শিট, শিপ, নমিনি, কিডনি, ফ্রি, ফি, ফিস, স্কিন, স্ক্রিন, স্কলারশিপ, পার্টনারশিপ, ফ্রেন্ডশিপ, স্টেশনারি, নোটারি, লটারি, সেক্রেটারি, টেরিটরি, ক্যাটাগরি, ট্রেজারি, ব্রিজ, প্রাইমারি, মার্কশিট, গ্রেডশিট ইত্যাদি।

২৭. উঁয়ো (ঙ) ব্যবহার যোগে কিছু শব্দ। এক্ষেত্রে অনুস্বার (ং) ব্যবহার করা যাবে না। যেমন— অঙ্ক, অঙ্কন, অঙ্কিত, অঙ্কুর, অঙ্গ, অঙ্গন, আকাঙ্ক্ষা, আঙ্গুল/আঙুল, আশঙ্কা, ইঙ্গিত, উলঙ্গ, কঙ্কর, কঙ্কাল, গঙ্গা, চোঙ্গা/চোঙা, টাঙ্গা, ঠোঙ্গা/ঠোঙা, দাঙ্গা, পঙ্‌ক্তি, পঙ্কজ, পতঙ্গ, প্রাঙ্গণ, প্রসঙ্গ, বঙ্গ, বাঙালি/বাঙ্গালি, ভঙ্গ, ভঙ্গুর, ভাঙ্গা/ভাঙা, মঙ্গল, রঙ্গিন/রঙিন, লঙ্কা,

লঙ্গরখানা, লঙ্ঘন, লিঙ্গ, শঙ্কা, শঙ্ক, শঙ্খ, শশাঙ্ক, শৃঙ্খল, শৃঙ্গ, সঙ্গ, সঙ্গী, সঙ্ঘাত, সঙ্গে, হাঙ্গামা, হুঙ্কার।

২৮. অনুস্বার (ং) ব্যবহার যোগে কিছু শব্দ। এক্ষেত্রে ঙয়ো (ঙ) ব্যবহার করা যাবে না। যেমন— কিংবদন্তী, সংজ্ঞা, সংক্রামণ, সংক্রান্ত, সংক্ষিপ্ত, সংখ্যা, সংগঠন, সংগ্রাম, সংগ্রহ, সংগৃহীত।

[দ্রষ্টব্য: বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ দুটি অনুস্বার (ং) দিয়ে লিখতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে তাই করা হয়েছে।]

২৯. 'কোণ, কোন ও কোনো'-এর ব্যবহার কোণ: ইংরেজিতে Angle/Corner (∠) অর্থে। কোন: উচ্চারণ হবে কোন্। বিশেষত প্রশ্নবোধক অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন— তুমি কোন দিকে যাবে? কোনো: ও-কার যোগে উচ্চারণ হবে। যেমন— যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩০. বাংলা ভাষায় চন্দ্রবিন্দু একটি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণ। চন্দ্রবিন্দু যোগে শব্দগুলোতে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করতে হবে; না করলে ভুল হবে। অনেক ক্ষেত্রে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার না করলে শব্দে অর্থের পরিবর্তন ঘটে। এ ছাড়া চন্দ্রবিন্দু সম্মানসূচক বর্ণ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। যেমন— তাহাকে>তাঁহাকে, তাকে>তাঁকে ইত্যাদি।

৩১. ও-কার: অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়া পদ এবং বিশেষণ ও অব্যয় পদ বা অন্য শব্দ যার শেষে ও-কার যুক্ত না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা বিলম্ব সৃষ্টি হতে পারে এমন শব্দে ও-কার ব্যবহার হবে। যেমন— মতো, হতো, হলো, কেনো (ক্রয় করো), ভালো, কালো, আলো ইত্যাদি। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ও-কার ব্যবহার করা যাবে না।

যেমন— ছিল, করল,যেন, কেন (কী জন্য), আছ, হইল, রইল, গেল, শত, যত, তত, কত, এত ইত্যাদি।

৩২. অদ্ভুত, ভুতুড়ে বানানে উ-কার হবে। এ ছাড়া সকল ভূতে ঊ-কার হবে। যেমন— ভূত, ভস্মীভূত, বহির্ভূত, ভূতপূর্ব ইত্যাদি।

৩৩. হীরা ও নীল অর্থে সকল বানানে ঈ-কার হবে। যেমন— হীরা, হীরক, নীল, সুনীল, নীলক, নীলিমা ইত্যাদি।

৩৪. নঞর্থক পদগুলো (নাই, নেই, না, নি) আলাদা করে লিখতে হবে। যেমন— বলে নাই, বলে নি, আমার ভয় নাই, আমার ভয় নেই, হবে না, যাবে না।

৩৫. অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে ই-কার ব্যবহার হবে। যেমন— সরকারি, তরকারি, গাড়ি, বাড়ি, দাড়ি, শাড়ি, চুরি, চাকরি, মাস্টারি, মালি, পাগলামি, পাগলি, বোমাবাজি,

RAISUL ISLAM HRIDOY

দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি, ফারসি, ফরাসি, ইংরেজি, জাপানি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, সিন্ধি, ফিরিঙ্গি, সিঙ্গি, ছুরি, টুপি, দিঘি, কেরামতি, রেশমি, পশমি, পাখি, ফরিয়াদি, আসামি, বেআইনি, কুমির, নানি, দাদি, বিবি, চাচি, মাসি, পিসি, দিদি, বুড়ি, নিচু।

৩৬. ত্ব, তা, নী, ণী, সভা, পরিষদ, জগৎ, বিদ্যা, তত্ত্ব শব্দের শেষে যোগ হলে ই-কার হবে। যেমন— দায়িত্ব (দায়ী), প্রতিদ্বন্দ্বিতা (প্রতিদ্বন্দ্বী), প্রার্থিতা (প্রার্থী), দুঃখিনী (দুঃখী), অধিকারিণী (অধিকারী), সহযোগিতা (সহযোগী), মন্ত্রিত্ব, মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিপরিষদ (মন্ত্রী), প্রাণিবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, প্রাণিজগৎ, প্রাণিসম্পদ (প্রাণী) ইত্যাদি।

৩৭. ঈ, ঈয়, অনীয় প্রত্যয় যোগ ঈ-কার হবে। যেমন— জাতীয় (জাতি), দেশীয় (দেশি), পানীয় (পানি), জলীয়, স্থানীয়, স্মরণীয়, বরণীয়, গোপনীয়, ভারতীয়, মাননীয়, বায়বীয়, প্রয়োজনীয়, পালনীয়, তুলনীয়, শোচনীয়, রাজকীয়, লক্ষণীয়, করণীয়।

৩৮. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন— অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য।

৩৯. ভাষা ও জাতিতে ই-কার হবে। যেমন— বাঙালি/বাঙ্গালি, জাপানি, ইংরেজি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, আরবি, ফারসি ইত্যাদি।

৪০. ব্যক্তির '-কারী'-তে (আরী) ঈ-কার হবে। যেমন— সহকারী, আবেদনকারী, ছিনতাইকারী, পথচারী, কর্মচারী ইত্যাদি। ব্যক্তির '-কারী' নয়, এমন শব্দে ই-কার হবে। যেমন— সরকারি, দরকারি ইত্যাদি।

৪১. প্রমিত বানানে শব্দের শেষে ঈ-কার থাকলে –গণ যোগে ই-কার হয়। যেমন— সহকারী>সহকারিগণ, কর্মচারী>কর্মচারিগণ, কর্মী>কর্মিগণ, আবেদনকারী>আবেদনকারিগণ ইত্যাদি।

৪২. 'বেশি' এবং '-বেশী' ব্যবহার: 'বহু', 'অনেক' অর্থে ব্যবহার হবে 'বেশি'। শব্দের শেষে যেমন— ছদ্মবেশী, প্রতিবেশী অর্থে '-বেশী' ব্যবহার হবে।

৪৩. 'ৎ'-এর সাথে স্বরচিহ্ন যোগ হলে 'ত' হবে। যেমন— জগৎ>জগতে জাগতিক, বিদ্যুৎ>বিদ্যুত ে বৈদ্যুতিক, ভবিষ্যৎ>ভবিষ্যতে, আত্মসাৎ>আত্মসাত ে, সাক্ষাৎ>সাক্ষাত ে ইত্যাদি।

৩৪. ইক প্রত্যয় যুক্ত হলে যদি শব্দের প্রথমে অ-কার থাকে তা পরিবর্তন হয়ে আ-কার হবে। যেমন— অঙ্গ>আঙ্গিক, বর্ষ>বার্ষিক, পরস্পর>পারস্পরিক, সংস্কৃত>সাংস্কৃতিক, অর্থ>আর্থিক, পরলোক>পারলৌকিক, প্রকৃত>প্রাকৃতিক, প্রসঙ্গ>প্রাসঙ্গিক, সংসার>সাংসারিক,

RAISUL ISLAM HRIDOY

সপ্তাহ>সাপ্তাহিক, সময়>সাময়িক, সংবাদ>সাংবাদিক,প্রদেশ>প্রাদেশিক, সম্প্রদায়>সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি।

৪৫. হয়তো, নয়তো বাদে সকল তো আলাদা হবে। যেমন— আমি তো যাই নি, সে তো আসে নি ইত্যাদি। [দ্রষ্টব্য: মূল শব্দের শেষে আলাদা তো ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।]

গুরুত্বপূর্ণ শব্দের বানান শুদ্ধকরন

1) ইতিপূর্বে = ইতঃপূর্বে
2)সহযোগীতা = সহযোগিতা
3) শিরচ্ছেদ = শিরশ্ছেদ
4) মনোকষ্ট = মনঃকষ্ট
5)অপারাহ্ন = অপরাহ্ণ
6)দূরবস্তা =দুরবস্থা
7)ষ্টেশন =স্টেশন
মুহুর্ত = মুহূর্ত
9) উপযোগীতা = উপযোগিতা
10) কল্যান = কল্যাণ
11) জীবীকা =জীবিকা
12) স্বরস্বতী = সরস্বতী
13) গীতাঞ্জলী =গীতাঞ্জলি
14) পিপিলিকা =পিপীলিকা
15) ব্যপ্ত = ব্যাপ্ত
16) মুখস্ত = মুখস্থ
17) সংস্কৃতিক =সাংস্কৃতিক
18) অন্তভুক্ত =অন্তর্ভুক্ত
19) ঐক্যতান = ঐকতান
20)উপরোক্ত = উপর্যুক্ত

21)বিদূষি =বিদুষি
22)ভূবন = ভুবন
23)বিভিষিকা = বিভীষিকা
24) আলচ্যমান = আলোচ্যমান
25) পুরান = পুরাণ
26)ঝরণা = ঝরনা
27) প্রনয়িণী = প্রণয়িনী
28) দৈন্যতা = দৈন্য, দীনতা
29)পুরষ্কার = পুরস্কার
30) স্নেহাশীস = স্নেহাশিস্
31)বয়জেষ্ঠ্য = বয়োজ্যেষ্ঠ
32)দূরাদৃষ্ট = দুরাদৃষ্ট
33) কর্মজীবি = কর্মজীবী
34)আকাংখা = আকাংঙ্ক্ষা
35)প্রতিযোগীতা = প্রতিযোগিতা
36)সন্যাসী = সন্ন্যাসী
37) বহিস্কার = বহিষ্কার
38)জগত = জগৎ
39)মনীষি = মনীষী

40)শান্তনা = সান্ত্বনা
41)মন্ত্রীত্ব = মন্ত্রিত্ব
42)বুদ্ধিজীবি = বুদ্ধিজীবী
43)ইতিমধ্যে = ইতোমধ্যে
44)ভৌগলিক= ভৌগোলিক
45)মুমুর্ষু = মুমূর্ষু
46)শ্রদ্ধান্জলী = শ্রদ্ধান্জলি
47)উত্তারায়ন = উত্তারায়ণ
48) ঋন = ঋণ
49) সমিচিন. = সমীচীন
50) সম্বর্ধনা = সংবর্ধনা
51) দারিদ্রতা = দরিদ্রতা/দারিদ্র্য
52) সুষ্ঠ = সুষ্ঠু
53) পরিস্কার. = পরিষ্কার
54) কৃজ্জটিকা = কৃজ্ঝটিকা
55) নিশিথিনি = নিশীথিনী
56) আদ্যান্তে = আদ্যন্ত
57) ব্রাহ্মন = ব্রাহ্মণ

RAISUL ISLAM HRIDOY

58) শুশ্রষা = শুশ্রূষা
59)মরিচিকা = মরীচিকা
60)স্বামীগৃহ = স্বামিগৃহ
61)আইনজীবি = আইনজীবী
62)নুন্যতম = ন্যূনতম
63)ব্যতিত = ব্যতীত
64)প্রানীবিদ্যা = প্রানিবিদ্যা
65)উজ্জল. = উজ্জ্বল
66) লজ্জাষ্কর. = লজ্জাকর
67) তোরন. = তোরণ
68)কার্য্যালয় = কার্যালয়
69) নিরব. = নীরব
70) উচ্ছাস. = উচ্ছ্বাস
71)ভ্রাতাগন = ভ্রাতৃগন
72) বাল্মিকী = বাল্মীকি
73)দোষণীয় = দূষণীয়
74)গ্রামীন. = গ্রামীণ
75)পোষ্টমাষ্টার = পোস্টমাস্টার
76) ভাতুস্পুএ = ভ্রাতুষ্পুত্র
77)নিক্কন = নিক্বণ
78)দ্বন্ধ = দ্বন্দ্ব
79)সম্বাদ = সংবাদ
80) সূচিপত্র =সূচীপত্র

সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম মনে রাখার কৌশলঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাটকের জন্য সূত্র

"প্রায় প্রতিদিনই রাজা দেশের অচল ডাকঘরে- রক্ত বিসর্জন দিয়ে যাত্রাবাড়ীর রানীকে চিঠি লিখতো"

১. প্রায়- প্রায়শ্চিত্ত'
২. রাজা- 'রাজা ও রানী'
৩. দেশের- 'তাসের দেশ'
৪. অচল- 'অচলায়তন
৫. ডাকঘরে- 'ডাকঘর'
৬. রক্ত- 'রক্ত করবী'
৭. বিসর্জন- 'বিসর্জন'
৮. যাত্রাবাড়ীর- 'কালের যাত্রা

ছোট গল্প সহজে মনে রাখার উপায়

পোস্টমাস্টার কাবুলিওয়ালা দেনা পাওনার কর্মফলে হৈমন্তির দিদির পত্র রক্ষা করতে পারল না

1.পোস্টমাস্টার 2.কাবুলিওয়ালা

RAISUL ISLAM HRIDOY

3.দেনা পাওনা
4.কর্মফল
5.হৈমন্তি
6.দিদি
7.পত্র রক্ষা

প্রেমের গল্প সহজে মনে রাখার উপায়

দূর আশায় দৃষ্টিদান করে ল্যাবরেটরীর অধ্যাপক তার নষ্টনীড় জীবনের শেষের রাত্রির শেষ কথার সমাপ্তি টেনে স্ত্রীর কাছে পত্র লেখেন

1.দূর আশা
2.দৃষ্টিদান
3.ল্যাবরেটরী
4.অধ্যাপক
5.নষ্টনীড
6.শেষ রাত্রি
7.সমাপ্তি
8.স্ত্রীর পত্র
9.একরাত্রি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর রচনাসমুহ মনে রাখার টেকনিক

☞ উপন্যাসঃ

গোরা আর মালঞ্চ যোগাযোগ করে লাইব্রেরি থেকে করুণা করে চোখের বালি বইটি এনেছিল। কিন্তু ঘরে বাইরে বসে পড়েও চার অধ্যায় শেষ করতে পারেনি। কারন এ দুই বোন শেষের কবিতার মতো না। তাই রাজর্ষি বৌ ঠাকুরানী চতুরঙ্গ করে নৌকা ডুবিয়ে দিল।

গোরা - রাজনৈতিক মালঞ্চ করুণা - অসমাপ্ত যোগাযোগ চোখের বালি ঘরে বাইরে - ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি মূল উপজীব্য। চার অধ্যায় দুই বোন শেষের কবিতার রাজর্ষি বৌ ঠাকুরানীর হাট - ১ম প্রকাশিত চতুরঙ্গ নৌকাডুবি

☞ প্রবন্ধ

কালান্তরের পঞ্চভূত এখন মানুষের ধর্ম। তাই সভ্যতার সংকটে পড়েছে স্বদেশ। কালান্তরের পঞ্চভূত মানুষের ধর্ম সভ্যতার সংকট স্বদেশ

☞ কাব্য

জন্মদিনের চৈতালি প্রভাতে কড়ি ও কোমল উৎসর্গ করে খেয়া পার হয়ে মানসী, চিত্রা ও পুরবী হিন্দুমেলায় গিয়ে বলাকা সিনেমা হলে"মায়ার খেলা" ও"বনফুল" ছবি দেখল। বিচিত্র কল্পনায় ক্ষনিকের জন্য শ্যামলী, মহুয়া ও পলাতকা, সোনা-ভান নবজাতকের আরোগ্য লাভের জন্য শেষ সংগীত গেয়ে পুনশ্চ তার রোগশয্যায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালালো। জন্মদিনে চৈতালি প্রভাত সংগীত - নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ কড়ি ও কোমল উৎসর্গ খেয়া জগদীশচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ মানসী -

RAKIBUL ISLAM HRIDOY

- চিত্রা১৪০০সাল পুরবী - ভিক্টোরিয়ার ওকাম্পোকে উৎসর্গ হিন্দুমেলার উপহার বলাকা - সবুজের অভিযান, সাজাহান, ছবি মায়ার খেলা বনফুল - ১ম লেখা (১৫বছর)। ১ম প্রকাশিত"কবি-কাহিনী"। বিচিত্রিতা কল্পনা ক্ষনিকা শ্যামলী মহুয়া পলাতকা সোনার তরী ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী - ব্রজবুলি ভাষায় রচিত নবজাতক আরোগ্য শেষলেখা গীতাঞ্জলী গীতবিতান গীতালী পুনশ্চ রোগশয্যা সন্ধ্যা সংগীত

☞ শেষের কাব্য

নবজাতক সানাই বাজিয়ে রোগশয্যায় পড়লো। আরোগ্য লাভ করে জন্মদিনে শেষলেখা লিখল।

নবজাতক সানাই রোগশয্যা আরোগ্য জন্মদিনে শেষলেখা

☞ নাটক

রক্তকবরীকে বিসর্জন দিয়ে মুক্তধারার রাজা অচলায়তনে চিরকুমার সভা ডাকলেন। প্রায়শ্চিত্তের ডাকঘরে জমলো বসন্ত কিন্তু তাসের দেশের চিত্রাঙ্গদা বৈকুণ্ঠের খাতার মতো চন্ডালিকা।

রক্তকবরী বিসর্জন মুক্তধারা রাজা রাজা ও রানী অচলায়তন চিরকুমার সভা - প্রহসন প্রায়শ্চিত্ত ডাকঘর বসন্ত তাসের দেশে চিত্রাঙ্গদা বৈকুণ্ঠের খাতা - প্রহসন চন্ডালিকা

✍ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর উপন্যাস মনে রাখার গল্পঃ

রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়ে রচিত শেষের কবিতা উপন্যাসে দুই বোন রাজর্ষি ও মালঞ্চ ঘরের বাইরে বৈঠাকুরাণীর হাটে চোখের বালি(শত্রু) গোরার সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে নৌকাডুবিতে চতুরঙ্গ (মারা)গেল।

✍ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসঃ

চার অধ্যায়, শেষের কবিতা,দুই বোন, রাজর্ষি, মালঞ্চ, ঘরে বাইরে, বৈঠাকুরাণীর হাট, চোখের বালি, গোরা, যোগাযোগ, নৌকাডুবি ও চতুরঙ্গ।

✍ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রবন্ধ মনে রাখার গল্পঃ

কালান্তরে ভারতবর্ষের রাজাপ্রজা আত্মশক্তি পরিচয়ে জানল পঞ্চভূতের ফলে স্বদেশে সভ্যতার সঙ্কট হয়েছে। তখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসে শব্দতত্ত্ব ও ছন্দ মিলিয়ে সাহিত্যের পথে বাংলা ভাষা পরিচয়ে প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যের স্বরূপ ধর্ম ও মানুষের ধর্ম নিয়ে চারিত্র্যপূজা নামক প্রবন্ধ সাহিত্য লিপিকা করলেন।

✍ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রবন্ধসমূহঃ

কালান্তর, ভারতবর্ষ, রাজাপ্রজা, আত্মশক্তি, পরিচয়, পঞ্চভূত, স্বদেশ, সভ্যতার সঙ্কট,শান্তিনিকেতন, শব্দতত্ত্ব, ছন্দ, বাংলা ভাষা পরিচয়, সাহিত্যের পথে, প্রাচীন সাহিত্য,

RAISUL ISLAM HRIDOY

লোকসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, সাহিত্যের স্বরূপ, ধর্ম, মানুষের ধর্ম, চারিত্র্যপূজা, সাহিত্য, লিপিকা।

✎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর নাটক মনে রাখার গল্পঃ

পৃথীরাজ পরাজয়ী তাশের দেশের মুকুট বিহীন রাজা রুদ্রচন্দ্র বসন্ত ঋতুবঙ্গে রবী ঠাকুরের অরুপ রতন নাটক দেখতে গিয়ে মায়ার খেলায় শ্যামা মালিনীর বাল্মীকি প্রতিভাকে ডাকঘরের পাশে অচলায়তনপূর্বক রক্তকরবী (রক্তাক্ত) করেন। পরে চন্ডালিকা দেবী কালের যাত্রায় রাজা ও রানীকে বৈকুণ্ঠের খাতায় বিদায় অভিশাপ দিলে। প্রকৃতির প্রতিশোধ শোধবোধ করতে ফাল্গুনী রাতে মুক্তধারার শারদোৎসবে নটীর পূজায় বাঁশরী বাজিয়ে ও শ্রাবণ গাথা গেয়ে চিত্রাঙ্গদা নদীর পাড়ে প্রায়শ্চিত্ত হিবেবে কালমৃগয়া বিসর্জন দিয়ে পরিত্রান লাভ করেন।

✎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর নাটকঃ

পৃথীরাজ পরাজয়, তাশের দেশে, মুকুট, রাজা, রুদ্রচন্দ্র, বসন্ত, ঋতুবঙ্গে, অরুপ রতন, মায়ার খেলা, শ্যামা, মালিনী, বাল্মীকি প্রতিভা, ডাকঘর, অচলায়তন, রক্তকরবী, চন্ডালিকা, কালের যাত্রা, রাজা ও রানী, বৈকুণ্ঠের খাতা, বিদায় অভিশাপ, প্রকৃতির প্রতিশোধ, শোধবোধ, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, শারদোৎসব, নটীর পূজায়, বাঁশরী, শ্রাবণ গাথা, চিত্রাঙ্গদা, প্রায়শ্চিত্ত, কালমৃগয়া, বিসর্জন, পরিত্রান।

✎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ছোটগল্প সহজে মনে রাখুনঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘাটের কথা, রাজপথের কথা , জীবিত ও মৃত, মেঘ ও রদ্র, এরূপ কয়েকটি গল্পগুচ্ছ (গল্প সংকলন গ্রন্থ) থেকে ঠাকুরদাদার দুরাশার কর্মফল নিয়ে যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ নামক একটি আষাঢ়ে গল্প রচনা করেন। ল্যাবরেটরির অধ্যাপক পোস্টমাস্টারের নিকট হতে প্রাপ্ত স্ত্রীর পত্রের শেষকথা মত রবিবারের ছুটিতে নষ্টনীড় বসে পাত্র ও পাত্রীর দৃষ্টিদানের পর একরাত্রি নিশীথের ব্যবধানে মানভঞ্জন ও শুভকে মুকুট পরিয়ে মাল্যদান সমাপ্তি করলেন। সমস্যাপূরণ মহামায়া হৈমন্তী দিদি পুত্রযজ্ঞ খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে পণরক্ষার্থে মনিহারা ক্ষুধিত পাষাণ ভিখারিণীকে গুপ্তধন দান প্রতিদান করেন। পরে সে (গল্প সংকলন গ্রন্থ) শাস্তি প্রাপ্ত।

✎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ছোটগল্পঃ

ঘাটের কথা, রাজপথের কথা , জীবিত ও মৃত, মেঘ ও রদ্র, গল্পগুচ্ছ (গল্প সংকলন গ্রন্থ) , ঠাকুরদাদা, দুরাশা, কর্মফল, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, একটি আষাঢ়ে গল্প, ল্যাবরেটরি, অধ্যাপক, পোস্টমাস্টার, স্ত্রীর পত্র, শেষকথা, রবিবার, ছুটি, নষ্টনীড়, পাত্র ও পাত্রী, দৃষ্টিদান, একরাত্রি, নিশীথে, ব্যবধান, মানভঞ্জন, শুভা, মুকুট, মাল্যদান, সমাপ্তি, সমস্যাপূরণ, মহামায়া, হৈমন্তী,

RAISUL ISLAM HRIDOY

দিদি, পুত্রযজ্ঞ, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, পণরক্ষা, মনিহারা, ক্ষুধিত পাষাণ, ভিখারিণী, গুপ্তধন, দান প্রতিদান, সে (গল্প সংকলন গ্রন্থ) ,শাস্তি, তিন সঙ্গী(গল্প সংকলন গ্রন্থ), অতিথি, মধ্যবর্তিনী, আপদ, দর্পহরণ, কাবুলিওয়ালা, দেনাপাওনা, দালি।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কাব্যগ্রন্থ মনে রাখার গল্পঃ

রোগশয্যায় শায়িত নৈবদ্য পত্রপুট নবজাতক মানসীর আরোগ্য লাভের জন্য ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর লেখক রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ থেকে সানাই এর সুরেসুরে লিপিকা ক্ষণিকা ও শ্যামলীকে নিয়ে ভগ্নহৃদয়ে আকাশ প্রদীপ জ্বেলে গীতিমাল্যর তালেতালে পুনশ্চ প্রভাতসঙ্গীত ও সন্ধ্যাসঙ্গীত গাইলেন। পরে কড়ি ও কোমল এবং ছবি ও গান কল্পনা করে রবীন্দ্রনাথ শেষ সপ্তক কাব্যগ্রন্থ শেষ লেখা লেখলেন। পূরবী, প্রান্তিক, বলাকা, বনফুল,মহুয়া, গীতালি ও চৈতালী সেঁজুতির জন্মদিনে চিত্রা নদীতে খেয়া ঘাটের পাশে সোনার তরীতে বসে হিন্দু মেলার উপহার (প্রথম কাব্যগ্রন্থ) দিল।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কাব্যগ্রন্থ

রোগশয্যা, নৈবদ্য, পত্রপুট, নবজাতক ,মানসী, আরোগ্য লাভ, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, গীতাঞ্জলি, সানাই, লিপিকা, ক্ষণিকা, শ্যামলী, ভগ্নহৃদয়, আকাশ প্রদীপ, গীতিমাল্য, পুনশ্চ, প্রভাতসঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত, কড়ি ও কোমল, ছবি ও গান, কল্পনা, শেষ সপ্তক, শেষ লেখা, পূরবী, প্রান্তিক, বলাকা, বনফুল,মহুয়া, গীতালি,চৈতালী, সেঁজুতি, চিত্রা, খেয়া, সোনার তরী, হিন্দু মেলার উপহার।

কাজী নজরুল ইসলাম

- কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ মনে রাখার গল্পঃ

মরু ভাস্কর সর্বহারা সাম্যবাদী নজরুল পূবের হাওয়ায় দোলনচাঁপা ও ঝিঙেফুলের গন্ধে সন্ধা বেলা সিন্ধু হিন্দোল পাড়ে প্রলয় শিখা জ্বেলে সাত ভাই চম্পা কে নিয়ে অগ্নিবীনা বিষের বাঁশীর সুরে গীতি শতদল ও গানের মালা হতে চিত্তনামায় বনগীতি ও ভাঙার গান গাইলেন। নতুন চাঁদ রাতে ছায়ানট এর চক্রবাক অনুষ্ঠানে জুলফিকর এর গুলবাগিচায় বুলবুল এর চোখের চাতক চন্দ্রবিন্দু সুরসাকী ও ফনিমনসা কে জিঞ্জীর এর পাশে বসিয়ে রুবাইয়াৎ-ইওমর খৈয়াম রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ কাব্যে আমপারা পড়ে শোনালেন। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ মরু ভাস্কর, সর্বহারা, সাম্যবাদী, পূবের হাওয়া, দোলনচাঁপা, ঝিঙেফুল,সন্ধা,সিন্ধু হিন্দোল,প্রলয় শিখা,সাত ভাই চম্পা,অগ্নিবীনা, বিষের বাঁশীর, গীতি শতদল, গানের মালা, চিত্তনামা, বনগীতি, ভাঙার গান,

RAISUL ISLAM HRIDOY

নতুন চাঁদ,ছায়ানট, চক্রবাক, জুলফিকর, গুলবাগিচা, বুলবুল, চোখের চাতক, চন্দ্রবিন্দু সুরসাকী, ফনিমনসা,জিঞ্জীর, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ ও কাব্যে আমপারা

☞ নাটকের জন্য সূত্রঃ

"মালা বদল করে মিলি আপুর বিয়ে হল"

১. মালা- মধুমালা'

২. মিলি- 'ঝিলিমিলি'

৩. আ- 'আলেয়া'

৪. পুর বিয়ে- 'পুতুলের বিয়ে

☞ কাব্যঃ

সাম্যবাদী* ও সর্বহারান্মঞ্চিতা * সন্ধ্যায়* চক্রবাক নতুন চাঁদদেখে *ছায়ানটে* অগ্নিবীণা* ও *বিষের বাশী শুনে* শেষ সওগাতে মনের* জিঞ্জির ভেঙ্গে *সিন্ধু-হিন্দোল হয়ে* মরুভাস্করেহারিয়ে যায়।

☞ নাটকঃ

আলেয়া* ও স্মধুবালা* ঝিলিমিলি শাড়ি পড়ে *নিঝর* ও সাত ভাই চম্পাকে নিয়ে পুতুলের বিয়েতে যায়।

☞ পত্রিকাঃ

ধুলাগন (ধু-ধুমকেতু, লা-লাঙ্গল, গ-গণবাণী, ন-নবযুগ)

☞ উপন্যাসঃ

কুহেলিকা মৃত্যুক্ষুধায় বাধনহারা।

☞ গল্পঃ

শিউলিমালা *রিক্তের বেদনে ব্যথার দান করতে চায়।

✍ কাজী নজরুল ইসলামের এর রচনাসমূহ মনে রাখার টেকনিকঃ

☞ উপন্যাস

কুহেলিকা মৃত্যুক্ষুধায় বাঁধনহারা হলো।

☞ গল্পগ্রন্থ

শিউলিমালার ব্যথার দান রিক্তের বেদনে ঝরে গেল।

☞ কাব্য

RAISUL ISLAM HRIDOY

সন্ধ্যায় সিন্ধু নদীর তীরে পুবের হাওয়ায় প্রলয়শিখা নিভে যাওয়ায় অগ্নিবীনা ও বিষের বাঁশি বাজিয়ে। সাম্যবাদী সর্বহারা চক্রবাক জিঞ্জির ভেঙ্গে ভাঙ্গার গান গেয়ে দোলনচাঁপার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। পথে ফণিমনসা ফনা তুলে নতুন চাঁদের মতো চন্দ্রবিন্দু আঁকছে।

অগ্নিবীনা - প্রয়োল্লাস, বিদ্রোহী

☞ নাটক

আলেয়া আর ঝিলিমিলি, মধুমালাকে নিয়ে পুতুলের বিয়ে দিচ্ছে।

☞ প্রবন্ধ

দুর্দিনের যাত্রীরা রুদ্রমঙ্গলবারে যুগবানী পত্রিকায় রাজবন্দীর জবানবন্দী প্রকাশ করল।

((•)) বাজেয়াপ্ত ৫টি গ্রন্থ

বিষের বাঁশি, ভাঙ্গার গান, প্রলয়শিখা (কাব্য) চন্দ্রবিন্দু (গান) যুগবানী (প্রবন্ধ) -জ্বালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড

☞ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতাগুলো মনে রাখার টেকনিকঃ

"পাঞ্জেরী আঠারো বছর বয়সে সোনার জীবন কবর দিল"

*পাঞ্জেরী- পাজ্জেরী *আঠারো বছর বয়সে-আঠারো বছর বয়স, *সোনার - সোনার তরী, *জীবন-জীবন বন্দনা *কবর- কবর।

(আমার পূর্ব বাংলা - গদ্য ছন্দে রচিত। বাকী সব অক্ষরবৃত্ত)

শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

✍ উপন্যাস

বড়দিদি মেজদিদি বৈরাগী হয়ে গৃহদাহ ত্যাগ করে বিন্দুর ছেলে দেবদাস ও বিপ্রদাসের সাথে পল্লী সমাজে যান এবং শ্রীকান্তকে দেনাপাওনা পথের দাবী সম্পর্কে চরিত্রহীন দত্তা শেষ প্রশ্ন করেন।

অরক্ষনীয় গৃহের ছবি দেখে কাশীনাথ শ্রীকান্তকে বললেন"চরিত্রহীন দেবদাস পশুর সমান"

চ – চরিত্রহীন

দেব- দেবদাস, দেনাপাওনা

দাস – বিপ্রদাশ

প-পরিনীতা

শু- পন্ডিত মশাই

র- পথের দাবী

স- পল্লী সমাজ

RAISUL ISLAM HRIDOY

মা- রামের সুমতি

ন –চন্দ্রনাথ

✍ গল্প

বিলাসীর মেজদিদি বিন্দুর দুই ছেলে মহেশ ও পরেশ আর এক মেয়ে সতী, মন্দিরের জমি নিয়ে মামলার ফলে তারা আজ কপর্দকশূন্য

★ গল্পঃ ছবি, বিলাসী, পরেশ, সতী, মহেশ, মন্দির, মামলার ফল, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি

☞ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - এর রচনাবলি মনে রাখার কৌশলঃ

✍ উপন্যাস

বড়দিদি ও মেঝদিদি অরক্ষণীয়াকে নিয়ে পথের দাবিতে বিরাজ বৌয়ের কাছে গেল। সেখানে দেবদাস, বিপ্রদাস ও শ্রীকান্ত ছিল। তারা সবাই এই পরিণীতা বামুনের মেয়ের চরিত্রহীন স্বামীকে পল্লী সমাজের সামনে শেষ প্রশ্ন করতে চাইল। শেষের পরিচয়ে বৈকুণ্ঠের উইল অনুযায়ী গৃহদাহ করলো।

বড়দিদি - ১ম উপন্যাস

শ্রীকান্ত - ৪ খন্ডে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ রচনা

পথের দাবি - সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত

✍ গল্প

বিন্দুর ছেলে মহেশ রামের সুমতি হলো না। সে বিলাসীকে নিয়ে মন্দিরে গেলই।

মন্দির - ১ম গল্প

✍ প্রবন্ধ

তরুনেরা বিদ্রোহ করলো স্বদেশ ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে নারীর মূল্য বোঝাতে।

✍ নাটক

ষোড়শী

দীনবন্ধু মিত্র

☞ নাটক ও প্রহসনঃ

নবীন জামাই কমল সধবার একাদশীতে লীলাবতীকে নিয়ে নীলদর্পণ নাটক দেখলে একবুড়ো তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে যায়।

★ প্রহসনঃ বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী

RAISUL ISLAM HRIDOY

★ নাটকঃ

জামাই বারিক

লীলাবতী

নবীন তপস্বিনী

কমলে কাহিনী

নীল দর্পণ।

✓ নীল দর্পণ – ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১ম গ্রন্থ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নীলদর্পন নাটকটিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন ১৮৬১ সালে। নাটকটি দেখতে এসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতা ছুড়ে মেরেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ঐতিহাসিক ও পৌরণিক নাটক ছত্রপতি শিবাজীর মী-সি-লে রাবন পান্ডবকে বধ করে অ –জানা বনবাসে সীতাকে হরণ করলেন

ছত্রপতি শিবাজী

মী – মীরজাফর

সি -সিরাজদ্দৌলা

লে- লক্ষ্মণবধ

-রাবনবধ

-পান্ডব গৌরব

-অভিমন্যু বধ ও সীতা হরণ – পৌরণিক

-জনা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

☞ নাটকঃ ক –সি সাবনর প্রায় এক ঘরে জন্ম নিলে প্রতাপ চন্দ্র দাসের আনন্দের পতন ঘটে

1.ক – কল্কি অবতার

2.সি -সিংহল বিজয়

3.সাবনুর- বঙ্গনারী

4.সা- সাজাহান

5.নূর-নূরজাহান

RAISUL ISLAM HRIDOY

6.প্রায় – প্রায়চিত্ত

7.জন্ম – পূনর্জন্ম

8.প্রতাপ -প্রতাপ সিংহ

9.চন্দ্র চন্দ্রগুপ্ত

10.দাস -দূর্গাদাস

11.আনন্দ - আনন্দ বিদায়

ইসমাইল হোসেন সিরাজী

উপন্যাস,কাব্য ও মহাকাব্য

☞ উপন্যাসঃ

রানুর ফিতা

রা – রায় নন্দিনী

নুর-নুর উদ্দিন

ফি- ফিরোজা বেগম

তা – তারাবাঈ

☞ কাব্য ও মহাকাব্য

নব-উদ্দীপনা উচ্ছাসে অনল প্রবাহে তুরস্কে ভ্রমন করে স্পেন বিজয় করল

☞ কাব্যঃ

নবউদ্দীপনা উচ্ছ্বাস

অনল প্রবাহ

☞ ভ্রমণ কাহিনীঃ

তুরস্ক ভ্রমন

☞ মহাকাব্যঃ

স্পেন বিজয়

ফররুখ আহমদ

✎ কাব্যঃ

সাত সাগরের মাঝি সিরাজুম মুনীরা মুহূর্তের মধ্যেই নৌফেল ও হাতেম তাই এর জন্য পাখির বাসা বানাল

RAISUL ISLAM HRIDOY

1.সাত সাগরের মাঝি।

2.সিরাজুম মুনীরা

3.মুহূর্তের কবিতা

4.হাতেম তাই

5.নৌফেল ও হাতেম

6.পাখির বাসা

দরিয়া, শেষ রাত্রি, লাশ – সাত সাগরের মাঝি কাব্যের অন্তর্গত

নবীন চন্দ্র সেন

পলাশীর যুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের দুই সৈনিক রৈবতক আর প্রভাস যুদ্ধ না করে অবকাশ রঞ্জিনী পালন করছিল

পলাশীর যুদ্ধ – গাঁথাকাব্য

কুরুক্ষেত্র, রৈবতক, প্রভাস – ত্রয়ী মহাকাব্য

অবকাশ রঞ্জিনী - কাব্য

মুনীর চৌধুরীর

মুখরা রমনীর শয়নকক্ষে রুপার কৌটায় রাখা দন্ডকারন্যের রক্তাক্ত প্রান্তরে কবরে শায়িত এক যোদ্ধার চিঠির বিষয়ে ঘরের কেউ কিছু বলতে পারেনা।

★ অনুবাদ নাটকঃ

1.মুখরা রমনী বশীকরন।

2.রুপার কৌটা

3.কেউ কিছু বলতে পারেনা

★ নাটকঃ

1.রক্তাক্ত প্রান্তর

2.চিঠি

3.দন্ডকারন্য

4.কবর

জসীম উদ্দীন

RAISUL ISLAM HRIDOY

✍ নাটকঃ

পদ্মা পাড়ের বেদের মেয়ে মধুমালার সাথে অন্য গ্রামের মেয়ে এক পল্লীবধূর বন্ধুত্ব সবার মুখে মুখে

1.পদ্মাপাড়

2.বেদের মেয়ে

3.মধুমালা

4.গ্রামের মেয়ে

5.পল্লীবধূ

✍ উপন্যাস:

বোবা কাহিনী

✍ কাব্যঃ

হলুদ বরনীর দেশে হাসু , ডালিম কুমার, সখিনা ও সুচয়নী ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে এক পয়সার বাশি বাজিয়ে ধানক্ষেতের বালুচরে মাটির তৈরী কবর জলে লেখা নকশী কাথার কাফন মুড়িয়ে সোজন বাদিয়ার ঘাটে এসে রাখালীর মা পল্লী জননী রঙ্গিলা নায়ের মাঝির জন্য কাঁদতে লাগল হলুদ বরনী, জলে লেখন,হাসু, নকশী কাথার মাঠ, ডালিম কুমার, কাফনের মিছিল, সখিনা, সোজন বাদিয়ার ঘাঁট, সূচয়নী, রাখালী, ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে, রঙ্গিলা নায়ের মাঝি, এক পয়সার বাশি, মা যে জননী কাদে, ধানক্ষেত, বালুচর, মাটির কান্না।

জীবনানন্দ দাশ

সতীর্থ তার জলপাইহাটী নিবাসী বান্ধবী কবিতার কথায় তার ছোট বোন কল্যানীকে মাল্যদান করল

☞ উপন্যাসঃ

1.সতীর্থ

2. জলপাই হাটি

3.কল্যানী

4.মাল্যদান

☞ প্রবন্ধঃ কবিতার কথা

☞ কাব্যঃ

RAISUL ISLAM HRIDOY

এই মহাপৃথিবীর মাঝে বেলা অবেলা কালবেলায় সাতটি তারার তিমিরে রুপসী বাংলার মেয়ে বনলতা সেন কুড়িয়ে পাওয়া ঝরা পালকটি ধূসর পান্ডুলিপির ভেতর যত্ন করে রাখল

1.রুপসী বাংলা

2.বনলতা সেন

3.ধূসর পান্ডুলিপি

4.ঝরাপালক

5.বেলা অবেলা কালবেলা

6.সাতটি তারার তিমির

7.মহা পৃথিবী

মীর মশাররফ হোসেন

- প্রহসনঃ

ভাইয়ে ভাইয়ে ফাঁস কাগজে একি করল?এর উপায় কি?

1.ভাই ভাই এই তো চাই

2.একি

3.এর উপায় কি

4.ফাঁস কাগজ

- নাটকঃ

বেটা বসন্ত জমিদার

1.বে – বেহুলা গীতাভিনয়

2.টা- টালা অভিনয়

3.বসন্ত – বসন্ত কুমারী

4.জমিদার – জমিদার দর্পন

- উপন্যাস:

রত্নাবতী বিষাদসিন্ধুর পানে তাকিয়ে থাকা উদাসীন পথিকের মনের কথা বুঝতে পেরে বাঁধা খাতাটি গাজী মিয়ার বস্তানীতে রাখলেন।

1.রত্নাবতী - বাংলা সাহিত্যের মুসলমান রচিত ১ম উপন্যাস

2.বিষাদসিন্ধু

3.গাজীমিয়ার বস্তানী

RAISUL ISLAM HRIDOY

4.বাঁধা খাতা

5.উদাসীন পথিকের মনের কথা

অথবা * ছন্দঃ [রাজিয়া খাতুন রত্নাবতীর বিষাদ সিন্ধু লিখিত বাধাখাতা গাজীমিয়ার বস্তানিতে উপস্থাপন করলেন, আসলে এটা কি উদাসীন পথিকের মনের কথা! নাকি নিয়তির কি অবনতি।]

ব্যাখ্যাঃ

- রাজিয়া খাতুন
- রত্নাবতীর
- বিষাদ সিন্ধু
- বাধাখাতা
- গাজীমিয়ার বস্তানি
- উদাসীন পথিকের মনের কথা
- নিয়তির কি অবনতি

কায়কোবাদ

- কাব্য

অমিয়ের সাথে কুসুমের আর দহরম মহরম নেই বিরহ চলছে। তাই সে মহাশ্মশানের শিব মন্দিরে অশ্রুমালা বিসর্জন দিল

1.অমিয়ধারা

2.কুসুমকানন

3.মহরম শরীফ

4.বিরহ বিলাপ

5.শিব মন্দির

6.অশ্রুমালা

- মহাকাব্য –মহাশ্মশান

বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কতৃক রচিত ১ম মহাকাব্য। মহাশ্মশান ১৯০৩ সালে রচিত হয়। এটি পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে রচিত

বিহারীলাল চক্রবর্তী

বিহারীলাল চক্রবর্তী-ভোরের পাখি

RAISUL ISLAM HRIDOY

বিহারীলাল চক্রবর্তী-গীতিকবিতার জনক

বিহারীলাল চক্রবর্তী-রবিঠাকুরের কাব্য গুরু

★ পত্রিকাঃ

অবোধ বন্ধু বিহারীলাল সাহিত্য সংক্রান্তিতে পূর্নিমার হাত ধরে বসে আছে

1. অবোধ বন্ধু

2.সাহিত্য সংক্রান্তি

3.পূর্নিমা

★ কাব্যঃ

বংগ সুন্দরী সারদার সংগীতের প্রতি নিসর্গ প্রেম তার স্বপ্ন ও মনে সাধের আসন গেড়ে বসেছে।

- বংগ সুন্দরী
- সারদা মঙ্গল
- সংগীত শতক
- নিসর্গ সন্দর্শন
- প্রেম প্রবাহিনী
- স্বপ্ন দর্শন
- সাধের আসন

আল মাহমুদ

★ কাব্যঃ

কালের কলসে হারিয়ে যাওয়া লোক-লোকান্তরে প্রচলিত কাহিনী –বখতিয়ারের ঘোড়ায় সোনালী কাবিন চাপিয়ে আল-মাহমুদ এক চক্ষু হরিণ শিকার করেছিলেন

- লোক লোকান্তরে
- কালের কলস
- সোনালী কাবিন
- বখতিয়ের ঘোড়া
- একচক্ষু হরিণ

★ উপন্যাস

আগুনের মেয়ে সুন্দর পুরষকে দেখে তার ডাহুকী রপ ধারন করেছিল

1.ডাহুকী

RAISUL ISLAM HRIDOY

2.আগুনের মেয়ে

3.পুরুষ মেয়ে

☞ গল্পঃ পানকৌড়ির রক্ত

সুকান্ত ভট্টাচার্য

★ ছন্দঃ (গীতাগুচ্ছ এর ছাড়পত্র এবং হরতাল এর পূর্বাভাস পেয়ে অভিযান কারীদের চোখে ঘুমনেই।)

✓ ব্যাখ্যাঃ

☞ গীতিগুচ্ছ

☞ ছাড়পত্র

☞ হরতাল

☞ পূর্বাভাস

☞ অভিযান

☞ ঘুমনেই

বেগম রোকেয়া

বেগম রোকেয়ার পদ্মরাগ উপন্যাসে অবরোধবাসিনী *ডেলিসিয়া হত্যা হওয়ায় স্মৃতিচুর ও সুলতানার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।(সবগুলো প্রবন্ধ) (পদ্মরাগ- উপন্যাস)

সুফিয়া কামাল

আমাদের কালে উদাত্ত পৃথিবীর অভিযাত্রিক ও মায়া কাজল সাঝের মায়ার বেলায় কেয়ার কাটা ও *যাদুদের সমাধি পার হয়ে *ইতল বিতল ও নওল কিশোরের দরবারে মন ও জীবন দিয়ে *একাত্তরের ডায়েরী পড়ে। (সবগুলো কাব্য) (কেয়ার কাটা-গল্প) (একাত্তরের ডায়েরী-স্মৃতিকথা)।

আবদুল্লাহ আল মুতী

* ছন্দঃ (অবাক পৃথবীর রহস্যের শেষ নেই, বিজ্ঞান ও মানুষের জানা অজানার দেশে সাগরের রহস্যেপুরী আবিষ্কারের নেশায় মত্ত এ যুগের বিজ্ঞান। তাইতো বলি এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে।)

ব্যাখ্যাঃ

☞ অবাক পৃথিবী

☞ রহস্যের শেষ নেই

RAISUL ISLAM HRIDOY

- বিজ্ঞান ও মানুষে
- জানা অজানার দেশে
- সাগরের রহস্যেপুরী
- আবিষ্কারের নেশায় মত্ত
- এ যুগের বিজ্ঞান।
- এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে

জহির রায়হান

- উপন্যাস

বরফ গলা নদীর পাশে শেষ বিকেলের মেয়ের তৃষ্ণায় হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করছি, আর কতদিন লাগবে আরেক ফাল্গুন আসতে, নাকি কয়েকটি মৃত্যু চায়।

- চলচ্চিত্র

জীবন থেকে নেয়া স্টপ জেনোসাইড কাঁচের দেয়ালের মতই ভেঙ্গে যায়। Let there be Light

শামসুর রাহমান

বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে উঠলো দুঃসময়ের মুখোমুখি বন্দী শিবির থেকে, বললো, আমি অনাহারী, বিধ্বস্ত নীলিমা, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা। রৌদ্র করোটিতে তখন প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, এক ফোঁটা কেমন অনল ঝরলো বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়।

- শিশু সাহিত্য

এলাটিং বেলাটিং একটা স্মৃতির শহর, সেখানে গোলাপ ফোঁটে খুকির হাতে, আজও ধান ভানলে কুঁড়ো দেব।

- আত্মস্মৃতি

কালের ধুলোয় লেখা

অন্যান্য তথ্যঃ-

প্রধান বাঙালি মুসলমান লেখক উনিশ শতকে রাজনীতি সম্পর্কে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলমানদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটার পর থেকে বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু প্রতিভাবান সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন: মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), মৌলবি মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন (১৮৩২-১৯০৭), দাদ আলী (১৮৫২-১৯৩৬), কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১), শেখ আবদুর রহিম, রেয়াজউদ্দীন মাশহাদী, মোজাম্মেল হক,

RAISUL ISLAM HRIDOY

মুনশি মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), মৌলবি মেয়রাজউদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৯), মুনশি মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০), আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী (১৮৪৫-১৯১৫), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩), নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী (১৮৬৪-১৯২৪), মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) প্রমুখ। মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন আধুনিক যুগের মুসলমান বাংলা সাহিত্যিকদের অগ্রগণ্য। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, কাব্য, গীতিনাট্য, প্রবন্ধ-সাহিত্য, সমাজচিত্র প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রায় ৩০টি গ্রন্থ রচনা করেন; তবে উপন্যাস ও কাহিনী জাতীয় রচনাতেই তাঁর অবদান সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর রচনার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য পরবর্তী যুগের বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা জুগিয়েছে। বিষাদ-সিন্ধু তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

মশাররফের পরে অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হলেন মোজাম্মেল হক। গদ্য ও পদ্য রচনায় অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী মোজাম্মেল হক প্রধানত মুসলমান সমাজের জাগরণমূলক কাব্য রচনা করলেও তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে মূলত গদ্যে। তিনি জীবনচরিত ও উপন্যাস রচনায় এবং ফারসি থেকে অনুবাদে কৃতিত্ব অর্জন করেন। মুসলমানদের জন্য সর্বপ্রথম পাঠ্যপুস্তক রচনাও তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। মূল ফারসি থেকে শাহনামা কাব্যের প্রথমাংশের অনুবাদ তাঁর অমর কীর্তি। শেখ আবদুর রহিমের কৃতিত্ব হজরত মোহাম্মদের (দ.) জীবন-চরিত ও ধর্মনীতি নামে বাঙালিদের মধ্যে প্রথম হযরত (স.)-এর জীবনী রচনা। পন্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী সমাজ সংস্কারক গ্রন্থের জন্য সর্বাধিক খ্যাত। মুসলমান সমাজকে সংঘবদ্ধ করা এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে জামালুদ্দীন আফগানীর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রচারের কারণে প্রকাশের অল্প পরেই এ গ্রন্থটি সরকার বাজেয়াপ্ত করে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের ঋদ্ধ ও বেগবান ধারা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এসে প্রায় শুষ্ক অবস্থায় পতিত হয়। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন কেবল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। তাঁকে বলা হয় যুগসন্ধির কবি। নিজের সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকরে তিনি নিজের এবং অন্যদের কবিতাও প্রকাশ করতেন। তাঁর মহান কীর্তি হলো প্রাচীন কবিদের জীবনী ও কাব্য সংগ্রহ করে প্রকাশ করা।

ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় সে সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রকাশ পায়। উনিশ শতকের নতুন সাহিত্য ছিল নাগরিকজনদের জন্য লেখা এবং সাহিত্যিকরা ছিলেন নাগরিক সংস্কৃতিপুষ্ট; তাই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল প্রসারিত। ঈশ্বরগুপ্তের মধ্যে প্রথম সেই লক্ষণ দেখা যায় ১৮৩১

RAISUL ISLAM HRIDOY

খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রকাশিত তাঁর সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায়। তখনকার কলকাতায় নতুন সাহিত্য ও জীবনধারা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এর অবদান ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এক সময় তা বাংলা সাহিত্যের দিকনির্দেশ ও নীতিনির্ধারণ করেছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকরা ঈশ্বরগুপ্তের নিকট বিশেষভাবে ঋণী ছিলেন।

১৮৫৮ সাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এ সময় যুগসন্ধির কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, প্রথম বাংলা উপন্যাস আলালের ঘরের দুলাল প্রকাশিত হয় এবং বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) আত্মপ্রকাশ ঘটে। মধুসূদন শর্মিষ্ঠা নাটক রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন। একই সঙ্গে বাংলা কাব্যেও তিনি বিপ্লব ঘটান। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন তাঁর অক্ষয় কীর্তি। এ ছন্দে রচিত তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১) বাংলা সাহিত্যে এক অনুপম সৃষ্টি এবং মধুসূদনেরও শ্রেষ্ঠ রচনা। এর বিষয় ও ভাষা প্রাচ্যদেশীয় হলেও ভাব ও রচনারীতি পাশ্চাত্যের। মধুসূদনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সার্থক মিলন ঘটেছে।

মধুসূদন মেঘনাদবধ রচনার কিছুকাল পরে ইউরোপ চলে যান এবং প্রবাসে বসে সনেট লিখতে শুরু করেন, যা চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী নামে ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। কিছু গীতিকবিতা ও কিশোরতোষ নীতিমূলক কবিতাও তিনি রচনা করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও সনেটের মতো বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিয়োগান্ত নাটক রচনার কৃতিত্বও মধুসূদনের। বস্তুত মধুসূদনের দ্বারাই বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় এবং বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে।

মধুসূদনের পরে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে উল্লিলখিত হন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) ও নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)। হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত সুবৃহৎ মহাকাব্য বৃত্রসংহার (১৮৭৫)। এতে সাধনার জয় ও স্বাজাত্যবোধ তুলে ধরা হয়েছে। উনিশ শতকের হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারনিষ্ঠাকে কবি পূর্ণ মর্যাদা দেন এবং কাব্যের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। নবীনচন্দ্র আখ্যানকাব্য, খন্ডকবিতা এবং মহাকাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মধুসূদনের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর রচনাভঙ্গি ততটা অনুসরণ করেননি। কাব্যক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি প্রধানত দুটি কারণে জাতীয়তাবাদের পোষণ ও সনাতন ধর্মবিশ্বাস। তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫) প্রকাশে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়।

কবি সাহিত্যিকদের উৎসর্গ

1) বসন্ত - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - উৎসর্গ করেন - কাজী নজরুলকে;

2) তাসের দেশ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - উৎসর্গ করেন - নেতাজি সুভাষ চন্দ্রকে;

3) কালের যাত্রা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - উৎসর্গ করেন - শরৎচন্দ্রকে;

4) চার অধ্যায় - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - উৎসর্গ করেন - কারাবন্দীদেরকে;

5) সঞ্চিতা - কাজী নজরুল ইসলাম - উৎসর্গ করেন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে;

6) ছায়ানট - কাজী নজরুল ইসলাম - উৎসর্গ করেন - মুজাফফর আহম্মদকে;

7) অগ্নিবীণা - কাজী নজরুল ইসলাম - উৎসর্গ করেন - বারীন ঘোষকে;

8) চিত্তনামা - কাজী নজরুল ইসলাম - উৎসর্গ করেন - বাসন্তী দেবী;

9) সর্বহারা - কাজী নজরুল ইসলাম - উৎসর্গ করেন - বিরজা সুন্দরীকে;

10) সন্ধ্যা - কাজী নজরুল - উৎসর্গ করেন - মাদারীপুরের শান্তি সেনা ও বীর সেনাদের;

11) বসন্তকুমারী - মীর মশাররফ হোসেন - উৎসর্গ করেন - নবাব আব্দুল লতিফকে

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কবি ও লেখকদের জন্মস্থান মনে রাখার কৌশল

১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর - বীরসিংহ গ্রাম, মেদিনীপুর জেলা

২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - কাঠাল পাড়া গ্রাম, ২৪ পরগনা

৩. প্রমথ চৌধুরী - যশোর [পৈতৃক নিবাস - হরিপুর, পাবনা]

৪. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দেবানন্দপুর গ্রাম, হুগলি

৫. বেগম রোকেয়া - পায়রা বন্দ গ্রাম, মিঠাপুকুর থানা, রংপুর

৬. আবু জাফর শামসুদ্দীন – কালিগঞ্জ , ঢাকা

৭. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ - চট্টগ্রাম [মৃত্যু - ১৯৭১ প্যারিস]

৮. জহির রায়হান = মজুপুর, ফেনী

৯. হুমায়ুন আহমেদ - কুতুবপুর, ময়মনসিংহ

১০. সৈয়দ মুজতবা আলী – সিলেট

১১. মধুসদন দত্ত - সাগড়দাড়ি গ্রাম, যশোর

১২. অমিয় চক্রবর্তী - শ্রীরামপুর, হুগলি

১৩. জসীমউদ্দীন = তাম্বুলখানা গ্রাম, ফরিদপুর

১৪. সুফিয়া কামাল – বরিশাল [পৈতৃক নিবাস - কুমিল্লা]

১৫. ফররুখ আহমদ - মান্দারতলা গ্রাম, মাঝআইল, মাগুরা

১৬. সৈয়দ আলী আহসান = আলোক দিয়া, মাগুরা

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৭. সুকান্ত ভট্টাচার্য – কলকাতা [পৈতৃক নিবাস - কোটালীপাড়া গ্রাম, গোপালগঞ্জ]
১৮. শামসুর রাহমান - ঢাকা [পৈতৃক নিবাস - পাড়াতলী গ্রাম, নরসিংদী]
১৯. ইসমাইল হোসেন সিরাজী – সিরাজগঞ্জ
২০.ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ - পেয়ারা গ্রাম, ২৪ পরগনা
২১. দীনবন্ধু মিত্র চৌবেড়িয়া গ্রাম, নদীয়া
২২. কায়কোবাদ - আগলা পূর্বপাড়া গ্রাম, নবাবগঞ্জ
২৩ মীর মশাররফ হোসেন - লাহিনীপাড়া গ্রাম, কুষ্টিয়া
২৪. জীবনানন্দ দাশ = ধানসিড়ি নদী তীরের গ্রাম, বরিশাল

প্রায় একই নামের বাংলা সাহিত্যকর্মসমূহ

একাত্তরের দিনগুলিঃ জাহানারা ইমাম
একাত্তরের ডায়েরিঃ সুফিয়া কামাল
একাত্তেরর কথামালাঃ বেগম নূরজাহান
একাত্তরের নিশানঃ রাবেয়া খাতুন
একাত্তরের বর্ণমালাঃ এম আর আখতার মুকুল
একাত্তরের বিজয়গাঁথাঃ মেজর রফিকুল ইসলাম
একাত্তরের রণাঙ্গনঃ শামসুল হুদা চৌধুরী
একাত্তরের যীশুঃ শাহরিয়ার কবির

মানচিত্র (কবিতা): আলাউদ্দিন আল আজাদ
মানচিত্র (নাটক): আনিস চৌধুরী।

দেনাপাওনা (ছোটগল্প) : রবীন্দ্রনাধ ঠাকুর
দেনাপাওনা (উপন্যাস) : শরৎচন্দ্র

মৃত্যুক্ষুধা (উপন্যাস): কাজী নজরুল ইসলাম
জীবনক্ষুধা (উপন্যাস): আবুল মনসুর আহমেদ

জননী (উপন্যাস): মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

RAISUL ISLAM HRIDOY

জননী (উপন্যাস): শওকত ওসমান

অভিযাত্রিক (কাব্য): সুফিয়া কামাল
অভিযাত্রিক (উপন্যাস): বিভূতিভূষণ

সাম্যবাদী (কবিতা): কাজী নজরুল ইসলাম
সাম্যবাদী (পত্রিকা) :খান মোঃ মঈনুদ্দিন
সাম্য (প্রবন্ধ)- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নীলদর্পণ (নাটক)- দীনবন্ধু মিত্র
নীললোহিত (গল্প)- প্রমথ চৌধুরী

রক্তরাগ (কাব্য)- গোলাম মোস্তফা
রক্তকরবী (নাটক)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রক্তাক্ত প্রান্তর (নাটক)- মুনীর চৌধুরী
রিক্তের বেদন (গল্প)- কাজী নজরুল ইসলাম

শেষ লেখা (কাব্য) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শেষ প্রশ্ন (উপন্যাস)- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শেষের পরিচয় (উপন্যাস)- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শেষ বিকেলের মেয়ে (উপন্যাস)- জহির রায়হান
শেষ পাণ্ডুলিপি (উপন্যাস) - বুদ্ধদেব বসু
শেষের কবিতা (উপন্যাস) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শেষ সপ্তক - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পদ্মা মেঘনা যমুনা (উপন্যাস)- আবু জাফর শামসুদ্দীন
পদ্মা নদীর মাঝি (উপন্যাস)- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
পদ্মাবতী (কাব্য)- আলাওল

RAISUL ISLAM HRIDOY

পদ্মাবতী (নাটক)- মাইকেল মধুসূদন দত্ত
পদ্মাবতী (সমালোচনামূলক গ্রন্থ)- সৈয়দ আলী আহসান
পদ্মগোখরা (গল্প)- কাজী নজরুল ইসলাম
পদ্মরাগ (উপন্যাস)- বেগম রোকেয়া

গল্পগুচ্ছ, গল্পসল্প (গল্প)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গল্পবীথি, গল্পাঞ্জলি (গল্প)- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

গীতাঞ্জলি (কাব্য)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গীতবিতান (সঙ্গীত গ্রন্থ)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গীতালি (সঙ্গীত গ্রন্থ)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গীতিগুচ্ছ (কাব্য)- সুকান্ত ভট্টাচার্য

সঞ্চয়িতা (কাব্য সংকলন) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সঞ্চিতা (কাব্য) সংকলন - কাজী নজরুল ইসলাম
সঞ্চয়ন (কাব্য) - কাজী নজরুল ইসলাম
সঞ্চায়ন (গবেষণামূলক গ্রন্থ) - কাজী মোতাহের হোসেন

কবর (কবিতা) - জসীমউদ্দীন
কবর (নাটক)- মুনীর চৌধুরী

পথের দাবী (উপন্যাস) -শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পথের পাঁচালি (উপন্যাস)-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ণকুমারী (নাটক)- মাইকেল মধুসূদন দত্ত
কৃষ্ণচরিত (প্রবন্ধ)- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কৃষ্ণকান্তের উইল (উপন্যাস)- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কৃষ্ণমঙ্গল (কাব্য)- শঙ্কর চক্রবর্তী।

RAISUL ISLAM HRIDOY

জঙ্গনামা (কাব্য)- দৌলত উজির বাহরাম খান
জঙ্গনামা (কাব্য)- মুহম্মদ গরীবুল্লাহ
খোয়াবনামা (উপন্যাস)- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
সিকান্দারনামা (কাব্য)- আলাওল
নূরনামা/নসিহত্যামা(কাব্য)- শাহপরান/ আব্দুল হাকিম
আকবরনামা – আবুল ফজল

অন্নদামঙ্গল(কাব্য)- ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
সারদামঙ্গল(কাব্য)- বিহারীলাল চক্রবর্তী
মনসামঙ্গল(কাব্য)- কানাহরি দত্ত
কালিকামঙ্গল(কাব্য)- রাম প্রসাদ সেন

দেয়াল(উপন্যাস)- হুমায়ূন আহমেদ
দেয়াল (উপন্যাস)- আবুজাফর শামসুদ্দীন

RAISUL ISLAM HRIDOY

গণিতের টেকনিক

অনুপাতের টেকনিক

নিয়ম-০১: একটি তামা মিশ্রিত সোনার গহনার ওজন ১৬ গ্রাম। ঐ গহনায় সোনা এবং তামার অনুপাত ৩:১। এতে আরো কি পরিমাণ সোনা মিশালে গহনাটিতে সোনা এবং তামার অনুপাত হবে ৪:১?

সমাধান: সোনা:তামা = ৩:১

অনুপাতে সংখ্যা দুটির যোগফল, (৩ + ১) = ৪

সুতরাং মিশ্রণে সোনার পরিমাণ = $১৬ \times \frac{৩}{৪}$ = ১২ গ্রাম

মিশ্রণে তামার পরিমান = $১৬ \times \frac{১}{৪}$ = ৪ গ্রাম

এখন মিশ্রণে সোনা মিশানো হবে, তার মানে তামা যা আছে তাই থাকবে অর্থাৎ ৪ গ্রামই থাকবে।

নতুন মিশ্রণে সোনা ও তামার অনুপাত হবে, ৪:১।

মানে হল, সোনা তামার ৪ গুণ হবে = (৪ গ্রাম × ৪) = ১৬ গ্রাম হবে।

সুতরাং অতিরিক্ত সোনা মিশাতে হবে (১৬ - ১২) = ৪ গ্রাম

☞ শর্টকাটঃ মেশানোর পরিমাণ = $\left[\frac{\text{প্রথম মিশ্রণের পরিমাণ}}{\text{প্রথম অনুপাতের সমষ্টি}}\right]$ × অনুপাতদ্বয়ের পূর্ব রাশি দুটির পার্থক্য

$= \left[\frac{১৬}{(৩+১)}\right] \times (৪-৩)$

= ৪ গ্রাম

নিয়ম-০২: ৬০ লিটার কেরোসিন এবং পেট্রোলের মিশ্রণের অনুপাত ৭:৩। ঐ মিশ্রণে কি পরিমাণ পেট্রোল মিশালে অনুপাত ৩:৭ হবে?

উত্তর: মেশাতে হবে = $\left[\frac{\text{মিশ্রণের পরিমাণ}}{\text{অনুপাতের ছোট সংখ্যা}}\right]$ × অনুপাতের পার্থক্য

$= \left[\frac{৬০}{৩}\right] \times [৭-৩]$

= ২০ × ৪

RAISUL ISLAM HRIDOY

= ৮০

নিয়ম-০৩: একটি জারে দুধ এবং পানির অনুপাত ৭:৩। দুধের পরিমাণ যদি পানি অপেক্ষা ৮ লিটার বেশি হয় তবে পানির পরিমাণ কত?

উত্তর: পানির পরিমাণ = $\left[\frac{\text{মোট পার্থক্যের পরিমাণ}}{\text{অনুপাতের বিয়োগফল}}\right] \times$ যত অনুপাত পানির পরিমাণ

$= \left[\frac{৮}{৭-৩}\right] \times ৩$

$= ৬$

নিয়ম-০৪: আতাউর এবং আরিফের বেতনের অনুপাত ৭:৫। আতাউরের বেতন আরিফের বেতন অপেক্ষা ৪০০ টাকা বেশি হলে আরিফের বেতন কত?

উত্তর: বেতন = $\left[\frac{\text{অনুপাতের সমষ্টি}}{\text{মোট অনুপাত সংখ্যা}}\right] \times$ অনুপাতের ছোট সংখ্যা

$= \left[\frac{৪০০}{২}\right] \times ৫$

= ১০০০ টাকা

নিয়ম-০৫: একটি কুকুর একটি খরগোশকে ধরার জন্য তাড়া করে। কুকুর যে সময়ে ৪ বার লাফ দেয় খরগোশ সে সময়ে ৫ বার লাফ দেয়। খরগোশ ৪ লাফে যত দূর যায় কুকুর ৩ লাফে ততদূর যায়। কুকুর এবং খ খরগোশের গতিবেগ তুলনা করুন।

সমাধান: খরগোশের ৪ লাফ = কুকুরের ৩লাফ

সুতরাং খরগোশের ৫ লাফ = কুকুরের $\frac{৩}{৪} \times ৫ = \frac{১৫}{৪}$ লাফ

সুতরাং কুকুর ও খরগোশের গতিবেগের অনুপাত = ৪:$\frac{১৫}{৪}$= ১৬:১৫

☞ শর্টকাটঃ $\left[\frac{\text{লাফ}}{\text{দূরত্ব}}\right]: \left[\frac{\text{লাফ}}{\text{দূরত্ব}}\right]$ [যেখানে কুকুর : খরগোশ]

$= \left[\frac{৪}{৩}\right]: \left[\frac{৫}{৪}\right]$

$= \left[\frac{৪}{৩}\right] \times ১২ : \left[\frac{৫}{৪}\right] \times ১২$

= ১৬ : ১৫

নিয়ম-০৬: দুটি সংখ্যার অনুপাত ৩:৪। তাদের ল.সা.গু ১৮০ হলে, সংখ্যা দুটি কত?

উত্তর: ১ম সংখ্যা = $\frac{\text{ল.সা.গু}}{\text{২য় অনুপাত}} = \frac{১৮০}{৪} = ৪৫$

২য় সংখ্যা = $\frac{\text{ল.সা.গু}}{\text{২য় অনুপাত}} = \frac{১৮০}{৩} = ৬০$

☑ স্পেশাল টেকনিক/সূত্রঃ-

RAISUL ISLAM HRIDOY

উত্তর রাশি বের করার টেকনিক

টেকনিকঃ উত্তর রাশি = (২য় অনুপাত×পূর্ব রাশি) ÷ (১ম অনুপাত)

উদাহরনঃ দুইটি রাশির অনুপাত ৪:৭।পূর্ব রাশি ২৪ হলে উত্তর রাশি কত? (অংকটি বিগত অনেক পরীক্ষায় এসেছে)

সমাধানঃ

উত্তর রাশি = (২য় অনুপাত × পূর্ব রাশি) ÷ (১ম অনুপাত)

= (৭ × ২৪) ÷ (৪)

= ৪২ (উত্তর)

মিশ্রিত দ্রবনের টেকনিক

যখন দুটি অনুপাতের সংখ্যা দুটির পার্থক্য একই হয়,তখন-

মিশ্রিত দ্রব্যের পরিমান = $\frac{\text{মোট মিশ্রণেরপরিমাণ}}{\text{অনুপাতের ছোট সংখ্যা}}$ × অনুপাতের পার্থক্য

উদাহরণঃ- ৩০ লিটার পরিমাণ মিশ্রণে এসিড ওপানির অনুপাত ৭:৩। মিশ্রনে কি পরিমাণ পানি মিশ্রিত করলে এসিড ও পানির অনুপাত ৩:৭ হবে?

শর্ট টেকনিকঃ

মিশ্রিত দ্রব্যের পরিমান = $\frac{৩০}{৩}$ × (৭-৩)

= ১০ × ৪

= ৪০ লিটার

মিশ্রিত দ্রবনের ক্ষেত্রেঃ-

যখন দুটি অনুপাতের সংখ্যা দুটির পার্থক্য ভিন্নহয়, তখন-

মিশ্রিত দ্রব্যের পরিমান = $\frac{\text{বস্তুর মোট ওজন}}{\text{১ম অনুপাতের সংখ্যা দুটির যোগফল}}$

উদাহরণঃ- একটি হিরার আংটির ওজন ৩৬ গ্রাম। তাতে হীরার পরিমাণঃখাদের পরিমাণ = ৫:১। তাতে আর কি পরিমাণ হীরা মেশালে অনুপাত ৬:১ হবে?

শর্ট টেকনিক:

মিশ্রিত দ্রব্যের পরিমান = $\frac{৩৬}{৫+১}$

= ৬ গ্রাম

এই নিয়মের অংক বার বার পরিক্ষায় আসে।

টেকনিকঃ- [বীজ গণিতের মান নির্ণয়]

RAISUL ISLAM HRIDOY

উদাহরণঃ $X + \frac{1}{x} = 6$ হলে, $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এর মান কত?

টেকনিকঃ $(\text{মান})^2 - 2$

উত্তরঃ 34

উদাহরণঃ $1 - \frac{1}{m} = 8$ হলে, $m^2 + \frac{1}{m^2}$ এর মান কত?

টেকনিকঃ $(\text{মান})^2 + 2$

উত্তরঃ 66

উদাহরণঃ $n - \frac{1}{n} = 2$ হলে, $n^4 + \frac{1}{n^4}$ এর মান কত?

টেকনিকঃ $\{(\text{মান})^2 + 2\}^2 - 2$

উত্তরঃ 34

উদাহরণঃ $x + \frac{1}{x} = 2$ হলে, $x^4 + \frac{1}{x^4}$ এর মান কত?

টেকনিকঃ $\{(\text{মান})^2 - 2\}^2 - 2$

উত্তরঃ 2

উদাহরণঃ $p - \frac{1}{p} = 2$ হলে, $p^3 - \frac{1}{p^3}$ এর মান কত?

টেকনিকঃ $(\text{মান})^3 + 3 \times (\text{মান})$

উত্তরঃ 14

উদাহরণঃ $p + \frac{1}{p} = 4$ হলে, $p^3 + \frac{1}{p^3}$ এর মান কত?

টেকনিকঃ $(\text{মান})^3 - 3 \times (\text{মান})$

উত্তরঃ 52

উদাহরণঃ $a^2 + \frac{1}{a^2} = 2$ হলে, $a + \frac{1}{a} = ?$

টেকনিকঃ $\sqrt{(\text{মান} + 2)}$

উত্তরঃ 2

উদাহরণঃ $a^2 + \frac{1}{a^2} = 2$ হলে, $a - \frac{1}{a} = ?$

টেকনিকঃ $\sqrt{(\text{মান} - 2)}$

উত্তরঃ 0

সুদ ও সুদের হার নির্ণয়ের টেকনিক

সূত্রঃ ১ যখন মুলধন, সময় এবং সুদের হার সংক্রান্ত মান দেওয়া থাকবে তখন

RAISUL ISLAM HRIDOY

সুদ বা মুনাফা = $\frac{\text{মূলধন} \times \text{সময়} \times \text{সুদের হার}}{১০০}$

☞ ৯.৫% হারে সরল সুদে ৬০০ টাকার ২ বছরের সুদ কত?

সমাধানঃ

সুদ / মুনাফা = $\frac{৬০০ \times ২ \times ৯.৫}{১০০}$

= ১১৪ টাকা।

সূত্রঃ ২ যখন সুদ, মুলধন এবং সুদের হার দেওয়া থাকে তখন –

সময় = $\frac{\text{সুদ} \times ১০০}{\text{মূলধন} \times \text{সুদের হার}}$

☞ ৫% হারে কত সময়ে ৫০০ টাকার মুনাফা ১০০ টাকা হবে?

সমাধানঃ

সময় = $\frac{১০০ \times ১০০}{৫০০ \times ৫}$

= ৪ বছর

সূত্রঃ ৩ যখন সুদে মূলে গুণ হয় এবং সুদের হার উল্লেখ থাকে তখন –

সময় = $\frac{\text{সুদেমূলে যতগুণ} - ১}{\text{সুদের হার} \times ১০০}$

☞ বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা হার সুদে কোন মূলধন কত বছর পরে সুদে আসলে দ্বিগুণ হবে?

সমাধানঃ

সময় = $\frac{২ - ১}{১০ \times ১০০}$

= ১০ বছর

সূত্রঃ ৪ যখন সুদে মূলে গুণ হয় এবং সময় উল্লেখ থাকে তখন

সুদের হার = $\frac{১০০ \times (\text{সুদেমূলে যতগুণ} - ১)}{\text{সময়}}$

☞ সরল সুদের হার শতকরা কত টাকা হলে, যে কোন মূলধন ৮ বছরে সুদে আসলে তিনগুণ হবে?

সমাধানঃ

সুদের হার = $\frac{১০০ \times (৩ - ১)}{৮}$

= ২৫%

সূত্রঃ ৫ যখন সুদ সময় ও মূলধন দেওয়া থাকে তখন।

RAISUL ISLAM HRIDOY

$$\text{সুদের হার} = \frac{\text{সুদ} \times ১০০}{\text{আসল বা মূলধন} \times \text{সময়}}$$

শতকরা বার্ষিক কত টাকা হার সুদে ৫ বছরের ৪০০ টাকার সুদ ১৪০ টাকা হবে?

সমাধানঃ

$$\text{সুদের হার} = \frac{১৪০ \times ১০০}{৪০০ \times ৫}$$

= ৭ টাকা।

সূত্রঃ ৬ যখন দুটি আসল এবং দুটি সময়ের সুদ দেওয়া থাকে তখন –

$$\text{সুদের হার} = \frac{\text{মোট সুদ} \times ১০০}{\{(১ম \text{ মূলধন} \times ১ম \text{ সময়})\} + \{(২য় \text{ মূলধন} \times ২য় \text{ সময়})\}}$$

সরল হার সুদে ২০০ টাকার ৫ বছরের সুদ ও ৫০০ টাকার ৬ বছরের সুদ মোট ৩২০ টাকা হলে সুদের হার কত?

সমাধানঃ

$$\text{সুদের হার} = \frac{৩২০ \times ১০০}{\{(২০০ \times ৫)\} + \{(৫০০ \times ৬)\}}$$

= ৮ টাকা

সূত্রঃ ৭ যখন সুদের হার, সময় এবং সুদে-মূলে উল্লেখ থাকে।

$$\text{মূলধন বা আসল} = \frac{১০০ \times \text{সুদআসল}}{\{১০০ + (\text{সময়} \times \text{সুদের হার})\}}$$

বার্ষিক ৮% সরল সুদে কত টাকা ৬ বছরের সুদে-আসলে ১০৩৬ টাকা হবে?

সমাধানঃ

$$\text{মূলধন/আসল} = \frac{১০০ \times ১০৩৬}{১০০ + (৬ \times ৪৮)}$$

= ৭০০ টাকা

সূত্রঃ ৮ যখন সুদ, সময় এবং সুদের হার উল্লেখ থাকবে

$$\text{মূলধন} = \frac{\text{সুদ} \times ১০০}{(\text{সময়} \times \text{সুদের হার})}$$

শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা হার সুদে কত টাকার ৬ বছরের সুদ ৮৪ টাকা হবে?

সমাধানঃ

$$\text{মূলধন} = \frac{৮৪ \times ১০০}{৬ \times ৪}$$

= ৩৫০ টাকা

সূত্রঃ ৯ যখন দুটি সুদের হার থাকে এবং সুদের হার ও আয় কমে যায় তখন,

RAISUL ISLAM HRIDOY

$$\text{আসল} = \frac{\text{হ্রাসকৃত আয়} \times ১০০}{\{(\text{১ম সুদের হার} - \text{২য় সুদের হার}) \times \text{সময়}\}}$$

সুদের হার ৬% থেকে কমে ৪% হওয়ায় এক ব্যাক্তির বাতসরিক আয় ২০ টাকা কমে গেল। তার আসলের পরিমাণ কত?

সমাধানঃ

$$\text{আসল} = \frac{২০ \times ১০০}{\{(৬ - ৪) \times ১\}}$$

$$= ১০০০ \text{ টাকা}$$

লাভ-ক্ষতি সম্পর্কিত টেকনিক

সূত্রঃ ১ ক্ষতিতে বিক্রিত পণ্যের ক্রয়মূল্যের ক্ষেত্রে – [লাভের হার উল্লেখ থাকলে]

$$\text{ক্রয়মূল্য} = \frac{১০০ \times \text{যত টাকা বেশী বিক্রয়}}{(\text{ক্ষতির শতকরা হার} + \text{লাভের শতকরা হার})}$$

একজন বিক্রেতা ১২.৫% ক্ষতিতে একটি জিনিস বিক্রি করেন। যে মূল্যে তিনি জিনিসটি বিক্রি করলেন, তার চেয়ে ৩০ টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করলে ক্রয়মূল্যে তার উপর ২৫% লাভ হত। জিনিসটির ক্রয়মূল্য কত?

সমাধানঃ

$$\text{ক্রয়মূল্য} = \frac{১০০ \times ৩০}{১২.৫ + ২৫}$$

$$= ৮০ \text{ টাকা।}$$

সূত্রঃ ২ ক্ষতিতে বিক্রিত পণ্যের ক্রয়মূল্যের ক্ষেত্রে – [লাভের হার উল্লেখ না থাকলে]

$$\text{ক্রয়মূল্য} = \frac{১০০ \times \text{বিক্রয়মূল্য}}{১০০ - \text{ক্ষতির শতকরা হার}}$$

একটি ঘড়ি ৫৬০ টাকায় বিক্রয় করায় ২০% ক্ষতি হল। ঘড়িটির ক্রয়মূল্য কত ছিল?

সমাধানঃ

$$\text{ক্রয়মূল্য} = \frac{১০০ \times ৫৬০}{১০০ - ২০}$$

$$= ৭০০ \text{ টাকা}$$

সূত্রঃ ৩ লাভে বিক্রিত পণ্যের ক্রয়মূল্যের ক্ষেত্রে –

$$\text{ক্রয়মূল্য} = \frac{১০০ \times \text{বিক্রয়মূল্য}}{১০০ + \text{লাভের শতকরা হার}}$$

একটি ছাগল ২৭৬ টাকায় বিক্রি হওয়ায় ১৫% লাভ হয়। ছাগলটির ক্রয়মূল্য কত?

সমাধানঃ

RAISUL ISLAM HRIDOY

$$\text{ক্রয়মূল্য} = \frac{১০০ \times ২৭৬}{১০০ + ১৫}$$

$$= ২৪০ \text{ টাকা।}$$

সূত্রঃ ৪ লাভে বিক্রিত পণ্যের বিক্রয়মূল্যের ক্ষেত্রে –

$$\text{বিক্রয়মূল্য} = \frac{\{\text{মোটলাভ } (১০০ + \text{লাভের হার})\}}{\text{লাভের হার}}$$

একটি জিনিস বিক্রি করে বিক্রেতা ক্রয়মূল্যের ৩৫% লাভ করেন। মোট ২৮০ টাকা লাভ হলে জিনিসটির বিক্রয়মূল্য কত?

সমাধানঃ

$$\text{বিক্রয়মূল্য} = \frac{\{২৮০ ((১০০ + ৩৫)\}}{৩৫}$$

$$= ১০৮০ \text{ টাকা}$$

সূত্রঃ ৫ সংখ্যাযুক্ত পণ্যের ক্রয়মূল্য বিক্রয়ের ক্ষেত্র

$$\text{শতকরা লাভ} = \frac{\{(\text{নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয়কৃত সংখ্যা} - \text{নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রিত সংখ্যা} \times ১০০)\}}{\text{নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রীত সংখ্যা}}$$

৮টি কমলার ক্রয়মূল্য ৬ টি কমলার বিক্রয়মূল্যের সমান হলে শতকরা কত লাভ হবে?

সমাধানঃ

$$\text{শতকরা লাভ} = \frac{(৮ - ৬) \times ১০০}{৬}$$

$$= ৩৩.৩৩\%$$

সূত্রঃ ৬ নির্দিষ্ট সংখ্যক পণ্যের ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে –

$$\text{শতকরা লাভ} = \frac{\{(\text{বিক্রয়মূলয়} - \text{ক্রয়মূল্য}) \times ১০০\}}{\text{ক্রয়মূল্য}}$$

২০ টাকায় ১২ টি করে আমড়া কিনে প্রতিটি ২ টাকা করে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে?

সমাধানঃ

$$\text{শতকরা লাভ} = \frac{(২৪ - ২০) \times ১০০}{২০}$$

$$= ২০\%$$

সূত্রঃ ৭ ক্ষতিতে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে – [লাভের হার উল্লেখ না থাকলে]

RAISUL ISLAM HRIDOY

$$\text{ক্ষতির হার} = \frac{(\text{ক্ষতি} \times ১০০)}{(\text{বিক্রয়মূল্য} + \text{ক্ষতি})}$$

একটি দ্রব্য ৩৮০ টাকায় বিক্রয় করায় ২০ টাকা ক্ষতি হলো। ক্ষতির শতকরা হার কত?

সমাধানঃ

$$\text{ক্ষতির হার} = \frac{(২০ \times ১০০)}{(৩৮০ + ২০)}$$

$$= ৫\%$$

সূত্রঃ ৮ ক্ষতিতে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। [লাভের হার উল্লেখ থাকলে]

$$\text{পণ্য সংখ্যা} = \text{বিক্রীত পণ্যের সংখ্যা} \times \frac{(১০০ - \text{ক্ষতি})}{(১০০ + \text{লাভ})}$$

টাকায় ১২ টি লেবু বিক্রয় করায় ৪% ক্ষতি হয়। ৪৪% লাভ করতে হলে টাকায় কয়টি লেবু বিক্রয় করতে হবে?

সমাধানঃ

$$\text{পণ্য সংখ্যা} = ১২ \times \frac{(১০০ - ৪)}{(১০০ + ৪৪)}$$

$$= ৮\text{টি লেবু}$$

সূত্রঃ ৯ ক্রয় বিক্রয়ে ক্রমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে –

$$\text{ক্ষতি} = \frac{১০০}{(\text{টাকায় যতটি বিক্রি হয়})^২}$$

টাকায় ৫টি ও টাকায় ৭ টি দরে সমান সংখ্যক জামরুল কিনে টাকায় ৬ টি দরে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে?

সমাধানঃ

$$\text{ক্ষতি} = \frac{১০০}{৬^২}$$

$$= \frac{২৫}{৯}\%$$

সূত্রঃ ১০ $\text{বিক্রয়কৃত পণ্য সংখ্যা} = \frac{\text{বিক্রয়কৃত পণ্য সংখ্যা}}{\text{ক্রয়মূল্য}} \times \frac{১০০ \times \text{বিক্রয়মূল্য}}{১০০ + \text{লাভ}}$

টাকায় ৬ টা করে ক্রয় করে টাকায় কয়টা বিক্রয় করলে ২০% লাভ হবে?

সমাধানঃ

$$\text{বিক্রয়কৃত পণ্য সংখ্যা} = \frac{\text{বিক্রয়কৃত পণ্য সংখ্যা}}{\text{ক্রয়মূল্য}} \times \frac{১০০ \times \text{বিক্রয়মূল্য}}{১০০ + \text{লাভ}}$$

$$= \frac{৬}{১} \times \frac{১০০ \times ১}{১০০ + ২০}$$

RAISUL ISLAM HRIDOY

= ৫ টি

শতকরার শতকরা সরাসরি বের করার টেকনিক

প্রথমে, ৮০ টাকার ২০% এর ২৫% এর মান কত। সরাসরি ৮০ এর ২০% এর ২৫%

বা, $\frac{৮০\times২০}{১০০}\times\frac{২৫}{১০০}$ = ৪ [এটা সাধারণ নিয়ম]

কিন্তু বিপরীত দিক থেকে আসলে অনেকে পারেনই না বা পারলেও 'X' ধরে করতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু দ্রুত উত্তর বের করার জন্য উপরের উল্টানোর নিয়মটিই দুবার প্রয়োগ করতে হবে। যেমনঃ- ৪ কোন সংখ্যার ২০% এর ২৫% এর মান হলে সংখ্যাটি কত?

শর্টকাটঃ- $\frac{৪\times১০০}{২৫}\times\frac{১০০}{২০}$ (উল্টানো অর্থ সবসময় উপরে ১০০) কাটাকাটি করলে ৮০ ই আসবে।

উদাহরণঃ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০% শিক্ষার্থী আবাসিক হলে অবস্থান করে এবং হলের সৌভাগ্যবান ৬০% শিক্ষার্থী একক কক্ষ পায়। যদি সৌভাগ্যবান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২০০ জন হয় তবে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত?

শর্টকাটঃ $\frac{১২০০\times১০০}{৬০}\times\frac{১০০}{৮০}$ = ২৫০০ (কারণ শেষের ১২০০ হল ৬০% এর মান)

☞ আবার লাভক্ষতি অধ্যায়ে কখনো ক্রয়মূল্য বের করতে বললে ১০০% এর মান বের করতে হয়।

তখন উল্টাতে হয়। কিন্তু তার আগে প্রশ্নে যে সংখ্যাটি দেয়া থাকবে তা কত % এর মান তা বের করতে পারাই আসল।

উদাহরণঃ একজন পাইকারী দোকানদার একটি পণ্যের লিখিত মুল্যের উপর ১০% ছাড়ে পণ্যটি বিক্রি করে আবার খুচরা বিক্রেতা ঐ পণ্যটি ১৫% ক্ষতিতে ৩০৬ টাকায় বিক্রি করলে পণ্যটির লিখিত মূল্য কত ছিল?

ব্যাখ্যাঃ সবার শেষে ১৫% ক্ষতিতে ৩০৬ টাকায় বিক্রি হয়েছে তাই ৩০৬ টা হলো ৮৫% এর মান। আবার ১০% ছাড় দেয়ায় খুচরা বিক্রেতার ক্রয়মূল্য টি ছিল লিখিত মূল্যের ৯০% এর মান।

শর্টকাটঃ $\frac{৩০৬\times১০০}{৮৫}\times\frac{১০০}{৯০}$ = ৪০০।

RAISUL ISLAM HRIDOY

উদাহরণঃ এক ঝুড়ি আম ১০% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হল। বিক্রয়মূল্য ৪৫ টাকা বেশি হলে ৫% লাভ হতো। এক ঝুড়ি আমের দাম কত? [ইসলামী ব্যাংকের সহকারী অফিসার গ্রেড-৩ পরীক্ষা-২০০৫]

ব্যাখ্যা: ১০% ক্ষতি পুষিয়ে ৫% লাভ করতে হলে মাঝের ব্যবধান ১০+৫ = ১৫% যার মান ৪৫ তাহলে ক্রয়মূল্য বের করতে হবে।

শর্টকাটঃ $\frac{৪৫\times ১০০}{১৫}$ = ৩০০টাকা।

উদাহরণঃ একটি কাজ ১৮ দিনে শেষ করার চুক্তি নেয়। কিন্তু ৯ জন অনুপস্থিত থাকায় কাজ টি শেষ করতে ৩৬ দিন লাগে। ৩৬ জন লোকে কাজটি করতে কত সময় লাগবে? [শাহজালাল ইসলামি ব্যাংক- ২০১০]

ব্যাখ্যাঃ ১৮দিনে শেষ করার কথা থাকলেও ৩৬ লাগলো অর্থাৎ দ্বিগুণ সময় লাগলো কিন্তু কেন? ৯ জন চলে যাওয়ায়। একটা কাজে দ্বিগুণ সময় তখনি লাগে যখন শ্রমিকের সংখ্যা অর্ধেক হয় তাহলে ঐ ৯ জন ছিল মোট লোকের অর্ধেক সুতরাং মোট লোক ছিল ১৮ জন। এখন ১৮ জন থাকলে করতে পারতো ১৮দিনেই সুতরাং ৩৬ জন (দ্বিগুণ লোক) করতে পারবে ১৮দিনের অর্ধেক সময়ে অর্থাৎ ৯দিনে।

উদাহরণঃ কোনো এক নির্বাচন কেন্দ্রে ভোট দাতাদের ৯৫% উপস্থিত ছিল। দুজন প্রার্থীর একজন উপস্থিত ভোটারের ৫৪% ভোট পাওয়ায় দেখা গেল যে, সে অপর প্রার্থী অপেক্ষা ১৫২ ভোট বেশি পেয়েছে। মোট ভোটার কত? উত্তর: ২০০০ জন

লক্ষ্য করুনঃ এখানে যে ৯৫% ভোটারের কথা বলা হয়েছে তা ছাড়াও ঐ কেন্দ্রে আরো ৫% ভোটার আছে। তাই প্রথমে উপস্থিত ভোটারের সংখ্যা বের করার পর মোট ভোটারের সংখ্যা বের করতে হবে।

৮% = ১৫২টি,

তাই ১% = ১৯

এবং ১০০% = ১৯০০

RAISUL ISLAM HRIDOY

১৯০০ হলো উপস্থিত ভোটার কিন্তু উপস্থিত+অনুপস্থিত ভোটার বের করতে হবে। তাই

৯৫% = ১৯০০,

১% = ২০

এবং ১০০% = ২০০০

উত্তর: ২০০০ জন।

উদাহরণঃ একটি ক্লাশে কোন একদিন ৬ জন ছাত্র অনুপস্থিত ছিল। যদি এই ৬ জন মোট ছাত্রছাত্রীর ২০% হয়, তাহলে ঐ ক্লাশে মোট কতজন ছাত্র আছে?

ব্যাখ্যাঃ এখানে বুঝে বুঝে করলে এভাবে অনুপস্থিত এর % হল ২০% এবং এই ২০% এর মান হল ৬ তাই লিখা যায়,

২০% = ৬

অতএব, ১% = $\frac{৬}{২০}$

সুতরাং, ১০০% = $\frac{৬\times১০০}{২০}$ = ৩০ জন।

নোটঃ যে কোন % এর অংকে % বাদে যে সংখ্যাটি দেয়া থাকবে তা কত অংশের মান তা নিয়ে ভাবা শুরু করলে দ্রুত অংক হবে।

শর্টকাটঃ $\frac{৬\times১০০}{২০}$ = ৩০ জন।

☞ যে কোন % এর মান দেয়া থাকলে ঐ % এর মান লিখে % টিকে উল্টিয়ে লিখে গুণ করলে উত্তর বের হয়ে যাবে।

উদাহরণঃ একটি কলম ২৭০ টাকায় বিক্রয় করাতে ১০% ক্ষতি হয়; কলমটির ক্রয়মূল্য কত? [প্রাক- প্রা:বি:সহ:শি:নি:-১৩] উত্তরঃ- ৩০০ টাকা

ব্যাখ্যাঃ এখানে ২৭০ হল ৯০% এর মান কারন ১০% ক্ষতি হয়েছে। তাই ২৭০ × ৯০% উল্টিয়ে দিলে ফলাফল পাওয়া যায়।

RAISUL ISLAM HRIDOY

শর্টকাটঃ $\frac{২৭০\times১০০}{৯০}$ = ৩০০ [লাভ-ক্ষতির অংকে ক্রয়মূলটাই ১০০%]

উদাহরণঃ কোন বই ৪০ টাকায় বিক্রি করলে ২০% ক্ষতি হয়। কত টাকায় বিক্রি করলে ৪০% লাভ হবে? [প্রাথমিক সহ:শিক্ষক নিয়োগ:-২০১০ (কপোতাক্ষ)]

টেকনিকঃ ৮০% = ৪০ , সুতরাং ১৪০% = ৭০ টাকা।

উদাহরণঃ এক ঝুড়ি আম ১০% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হল। বিক্রয়মূল্য ৪৫ টাকা বেশি হলে ৫% লাভ হতো। এক ঝুড়ি আমের দাম কত? [ইসলামী ব্যাংকের সহ: অফিসার গ্রেড-৩ পরীক্ষা - ২০০৫] উত্তর: ৩০০টাকা

ব্যাখ্যাঃ ১০ ক্ষতি পোষাতে হবে তারপর আবার ৫% লাভ করতে হবে অর্থাৎ মোট বৃদ্ধি করতে হবে ১০% + ৫% = ১৫% যার টাকায় মান হল ৪৫। সুতরাং ১% = ৩ এবং ১০০% = ৩০০।

হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা বের করার টেকনিক

উদাহরণঃ একজন ব্যাবসায়ী তার পণ্যের দাম ২০% বাড়িয়ে দিলেন, এতে তার বিক্রি কমে যাওয়ায় তিনি পুনরায় ২০% দাম কমিয়ে দিলেন। এতে তার প্রথম মূল্যের তুলনায় দাম কতটুকু কমলো বা বাড়লো?

ব্যাখ্যাঃ ২০% দাম বাড়ালে ১০০ থেকে ১২০ হয়, দ্বিতীয়বার ২০% কমালে ১২০ এর ২০% অর্থাৎ ২৪ কমে যায়। তাহলে থাকে ১২০ - ২৪ = ৯৬। মোটের উপর কমে ১০০ - ৯৬ = ৪%

উদাহরণঃ একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ২০% বৃদ্ধি ও প্রস্থ ১০% হ্রাস করা হলে, ক্ষেত্রফলের শতকরা কত পরিবর্তন হবে? [পল্লী উন্ন:ও সম:বিভা:উপ আঞ্চলিক ব্যব:-১৩]

ব্যাখ্যাঃ প্রথমে ১০০ থেকে ১২০ তার পর ১২০ এর ১০% অর্থাৎ ১২ কমে ১০৮ হলে ৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদাহরণঃ একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ১০% বাড়লো এবং প্রস্থ ১০% কমলো ক্ষেত্রফলের কি পরিবর্তন হলো?

ব্যাখ্যাঃ (১০০ + ১০ = ১১০ - ১১ = ৯৯ তাই উত্তর ১)

উদাহরণঃ একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ১০০ বর্গমিটার। এই ক্ষেত্রের প্রতিটি বাহু ১০% বৃদ্ধি করা হলে ক্ষেত্রফল শতকরা কত ভাগ বৃদ্ধি পাবে? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণা:কারা তত্ত্বা:-১০] উত্তরঃ ২১%

ব্যাখ্যাঃ দুবার ১০% করে বাড়লে মোটের উপর ১০ + ১১ = ২১% বাড়ে। উত্তর: ২১%)

RAISUL ISLAM HRIDOY

উদাহরণঃ এক ব্যাবসায়ী একটি পণ্যের মূল্য ২৫% বাড়ালে, অতঃপর বর্ধিত মূল্য থেকে ২৫% কমালে, সর্বশেষ মূল্য সর্বপ্রথম মূল্যের তুলনায় কত বাড়লো বা কমলো? [২৭তম বিসিএস]

ব্যাখ্যাঃ প্রথমে ২৫ বেড়ে ১২৫ হওয়া তারপর ১২৫ এর ২৫% কমে গেল মোটের উপর ৬.২৫% কমে যাবে) ২৫ - ২৫+ = ৬.২৫%

উদাহরণঃ একটি গণিতের বই কিনতে ১৫% কমিশন দেয়। বইটির প্রকৃত (কভারে লিখিত দাম) ১২০ টাকা। বইটি কিনতে কত টাকা লাগবে?

ব্যাখ্যাঃ কভারের দাম থেকে ১৫% কমিশন দিলে নিবে ৮৫% তাহলে এক লাইনে উত্তর: ১২০ এর ৮৫% বা ১০২ টাকা।

ভগ্নাংশ থেকে শতকরা বের করার টেকনিক

ভগ্নাংশকে শতকরায় প্রকাশ করতে হলে ভগ্নাংশটিকে ১০০ দিয়ে গুন করতে হবে। যেমনঃ $\frac{৩}{৪}$ $(\frac{৩}{৪} \times ১০০) = ৭৫\%$

☞ যখন ভগ্নাংশকে শতকরায় নিতে হবে ভগ্নাংশটিকে ১০০ দিয়ে গুন করলে আমরা ভগ্নাংশটির শতকরা পেয়ে যাবো।

শতকরা থেকে ভগ্নাংশ বের করার টেকনিক

ভগ্নাংশকে যেমন শতকরায় প্রকাশ করা যায় তেমনি শতকরাকে ভগ্নাংশতে পরিণীত করা যায়।

$৩০\% = \frac{৩০}{১০০} = \frac{৩}{১০}$

শর্টকাটঃ এরকম ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে % চিহ্ন বাদ দিয়ে উক্ত সংখ্যার নিচে ১০০ বসিয়ে কাটাকাটি করে ফল বের করা যায়। যেমনঃ-

$৮৫\% = \frac{৮৫}{১০০} = \frac{১৭}{২০}$

☞ মিশ্র ভগ্নাংশ থাকলে একে প্রথমে প্রকৃত ভগ্নাংশ করে নিতে হবে। এরপর হরের সাথে ১০০ গুণ করে কাটাকাটি করলে ফল পাওয়া যাবে। যেমনঃ-

$৩৩\frac{১}{৩}\% = \frac{১০০}{৩}\% = \frac{১০০}{৩ \times ১০০} = \frac{১}{৩}\%$

হ্রাস-বৃদ্ধি শর্টকাট টেকনিক

সূত্রঃ-১ মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া ব্যবহার কমানোর ক্ষেত্রে –

$$\text{ব্যবহার হ্রাসের হার} = \frac{(১০০ \times \text{মূল্য বৃদ্ধির হার})}{(১০০ + \text{মূল্য বৃদ্ধির হার})}$$

উদাহরণঃ

RAISUL ISLAM HRIDOY

১. যদি তেলের মূল্য ২৫% বৃদ্ধি পায় তবে তেলের ব্যবহার শতকরা কত কমালে তেল বাবদ খরব বৃদ্ধি পাবে না।

সূত্রানুসারে শর্টকাট টেকনিকঃ

$$\text{ব্যবহার হ্রাসের হার} = \frac{(১০০ \times ২৫)}{(১০০ + ২৫)}$$

$$= ২০\%$$

২. চিনির মূল্য ২০% বৃদ্ধি পয়ায়াতে কোন এক পরিবারের চিনি খাওয়া কেমন কমালে চিনি বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে না?

শর্টকাট টেকনিকঃ

$$\text{ব্যবহার হ্রাসের হার} = \frac{(১০০ \times ২০)}{(১০০ + ২০)}$$

$$= ১৬.৬৭\%$$

সূত্রঃ-২ মূল্য হ্রাস পাওয়া ব্যবহার বাড়ানোর ক্ষেত্রে –

$$\text{ব্যবহার বৃদ্ধির হার} = \frac{(১০০ \times \text{মূল্য হ্রাসের হার})}{(১০০ - \text{মূল্য বৃদ্ধির হার})}$$

উদাহরণঃ

১. কাপড়ের মূল্য ২০% কমে গেল। কোন ব্যক্তির খরচ বৃদ্ধি না করেও কাপড়ের ব্যবহার শতকরা কত বৃদ্ধি করতে পারে?

সূত্রানুসারে শর্টকাট টেকনিকঃ

$$\text{ব্যবহার বৃদ্ধির হার} = \frac{(১০০ \times ২০)}{(১০০ - ২৫)}$$

$$= ২৫\%$$

২. চালের মূল্য ২৫% কমে গেল। একই খরচে চাল কেনা শতকরা কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে?

শর্টকাট টেকনিকঃ

$$\text{ব্যবহার বৃদ্ধির হার} = \frac{(১০০ \times ২৫)}{(১০০ - ২৫)}$$

$$= ৩৩.৩৩\%$$

সূত্রঃ-৩ দুটি সংখ্যার শতকরা হারের তুলনার ক্ষেত্রে –

$$\text{শতকরা কম বা বেশি} = \frac{(১০০ \times \text{শতকরা কম বা বেশি})}{(১০০ + \text{শতকরা কম বা বেশি})}$$

উদাহরণঃ

RAISUL ISLAM HRIDOY

১. ক এর বেতন খ এর বেতন অপেক্ষা ৩৫ টাকা বেশি হলে খ এর বেতন ক অপেক্ষা কত টাকা কম?

শর্টকাট টেকনিকঃ

শতকরা কম বা বেশি = $\frac{(১০০ \times ৩৫)}{(১০০ + ৩৫)}$

= ২৫.৯৩%

২. রুমির আয় দীপুর আয় অপেক্ষা ২৫% বেশি। দীপুর আয় রুমি অপেক্ষা শতকরা কত কম?

শর্টকাট টেকনিকঃ

শতকরা কম বা বেশি = $\frac{(১০০ \times ২৫)}{(১০০ + ২৫)}$

= ২০%

সূত্রঃ-৪ দ্রব্যমূল্যের শতকরা হার বৃদ্ধি পাওয়া –

দ্রব্যের বর্তমান মূল্য = $\frac{(\text{বৃদ্ধির প্রাপ্ত মূল্যে হার} \times \text{মোট মূল্য})}{(১০০ + \text{যে পরিমাণ পণ্য কম হয়েছে})}$

উদাহরণঃ

১. চিনির মূল্য ৬% বেড়ে যাওয়ায় ১০৬০ টাকায় পূর্বে যত কেজি চিনি কেনা যেত এখন তার চেয়ে ৩ কেজি চিনি কম কেনা যায়। চিনির বর্তমান দর কেজি প্রতি কত?

শর্টকাট টেকনিকঃ

দ্রব্যের বর্তমান মূল্য = $\frac{(৬ \times ১০৬০)}{(১০০ \times ৩)}$

= ২১.২০ টাকা

সূত্রঃ-৫ দ্রব্যমূল্যের শতকরা হার হ্রাস পাওয়া –

দ্রব্যের বর্তমান মূল্য = $\frac{(\text{হ্রাসকৃত মূল্যেহার} \times \text{মোট মূল্য})}{(১০০ + \text{যে পরিমাণ পণ্য বেশি হয়েছে})}$

উদাহরণঃ

১. চালের মূল্য ১২% কমে যাওয়ায় ৬,০০০ টাকায় পূর্বাপেক্ষা ১ কুইন্টাল চাল বেশি পাওয়া যায়। ১ কুইন্টাল চালের দাম কত?

শর্টকাট টেকনিকঃ

দ্রব্যের বর্তমান মূল্য = $\frac{(১২ \times ৬০০০)}{(১০০ \times ১)}$

= ৭২০ টাকা।

RAISUL ISLAM HRIDOY

সূত্রঃ-৬ মূল্য বা ব্যবহার হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে –

$$\text{হ্রাসের হার} = \frac{(\text{বৃদ্ধির হার} \times \text{হ্রাসের হার})}{১০০}$$

উদাহরণঃ

১. চিনির মূল্য ২০% কমলো কিন্তু চিনির ব্যবহার ২০% বেড়ে গেল এতে চিনি বাবদ ব্যয় শতকরা কত বাড়বে বা কমবে?

শর্টকাট টেকনিকঃ

$$\text{হ্রাসের হার} = \frac{(২০ \times ২০)}{১০০}$$

$$= ৪\%$$

সূত্রঃ-৭ পূর্ব মূল্য এবং বর্তমান মূল্য অনুপাতে দেওয়া থাকলে মূল্যের শতকরা হ্রাস বের করতে হলে –

$$\text{শতকরা মূল্য হ্রাস} = \frac{(\text{অনুপাতের বিয়োগফল} \times ১০০)}{\text{অনুপাতের প্রথম সংখ্যা}}$$

১. মাসুদের আয় ও ব্যয় এর অনুপাত ২০:১৫ হলে তার মাসিক সঞ্চয় আয়ের শতকরা কত ভাগ?

শর্টকাট টেকনিকঃ

$$\text{শতকরা মূল্য হার} = \frac{(২০-১৫) \times ১০০}{২০}$$

$$= ২৫\%$$

শ্রমিক ও কাজের শর্ট টেকনিক

নিয়ম-১: ৩ জন পুরুষ বা ৪ জন মহিলা একটি কাজ ২৩ দিনে করতে পারে। কত দিনে ঐ কাজটি শেষ করতে ২ জন। পুরুষ এবং ৫ জন মহিলার প্রয়োজন হবে?

উত্তর: $T = \frac{(M1, \times W1 \times T1)}{(M1W2 + M2W1)}$

$$= \frac{(৩ \times ৪ \times ২৩)}{(৩ \times ৫)+(৪ \times ২)}$$

$$= ১২ \text{ দিন।}$$

নিয়ম-২: যদি রিয়াদ একটি কাজ ১০ দিনে করে এবং রেজা ঐ কাজ ১৫ দিনে করে তবে রিয়াদ এবং রেজা একসাথে কাজটি কত দিনে করতে পারবে?

উত্তর: $G = \frac{FS}{(F+S)}$

$$= \frac{(১০ \times ১৫)}{(১০ + ১৫)}$$

RAISUL ISLAM HRIDOY

= ৬ দিনে

নিয়ম-৩: যদি ক একটি কাজ ১০ দিনে করে এবং ক ও খ একসাথে কাজটি ৬ দিনে করে তবে খ কাজটি কতদিনে করতে পারবে?

উত্তর: $G = \frac{FS}{(F-S)}$

$= \frac{(১০ \times ৬)}{(১০-৬)}$

= ১৫ দিনে।

নিয়ম-৪: ক, খ এবং গ একটি কাজ যথাক্রমে ১২, ১৫ এবং ২০ দিনে করতে পারে। তারা একত্রে কাজটি কতদিনে করতে পারবে?

উত্তর: $T = \frac{abc}{(ab + bc + ca)}$

$= \frac{(১২ \times ১৫ \times ২০)}{\{(১২ \times ১৫) + (১৫ \times ২০) + (২০ \times ১২)}$

= ৫ দিনে

নিয়ম-৫: ৯ জন লোক যদি একটি কাজ ৩ দিনে করে তবে কতজন লোক কাজটি ৯ দিনে করবে?

উত্তর: $M_1 D_1 = M_2 D_2$

বা, ৯ × ৩ = M_2 × ৯

সুতরাং, M_2 = ৩ দিনে

RAISUL ISLAM HRIDOY

গড় নির্ণয়ের টেকনিক

তাহলে গড় বের করতে হলে সুত্রটি হবে (সংখ্যা গুলোর মানের যোগফল) ÷ (সংখ্যা গুলোর যোগফল)

সাধারণ গড়

যদি কয়েকটি রাশির মান উল্লেখ করা থাকলে তাহলে তাদের গড় বের করের জন্য-

টেকনিকঃ- $\frac{\text{রাশিগুলোর যোগফল}}{\text{রাশিগুলোর সংখ্যা}}$

উদাহরণঃ- রহিম, করিম ও মনিরের বয়সের গড় যথাক্রমে ২০, ১৩ ও ১২ বছর। তাদের বয়সের গড় কত?

সমাধানঃ- $\frac{২০+১৩+১২}{৩} = \frac{৪৫}{৩}$ = ১৫ বছর

যদি কয়েকটি রাশির গড় দেওয়া থাকে আর সমষ্টি নির্ণয় করতে বলে তখন-

টেকনিকঃ- রাশিগুলোর যোগফল = রাশিগুলোর গড় × রাশিগুলোর সংখ্যা

উদাহরণঃ- ৫ জন বালকের বয়সের গড় ১৫ বছর হলে তাদের মোট বয়স কত?

সমাধানঃ- ৫ × ১৫ = ৭৫ বছর

অজ্ঞাত রাশির মান নির্ণয়

টিপসঃ-

- গড় সংখ্যাটিকে মোট সংখ্যা দিয়ে গুণ
- প্রশ্নে দেওয়া সংখ্যাগুলো যোগ
- গুনফল থেকে সমষ্টি বিয়োগ

উদাহরণঃ- ৫, ৬, ৯ ও x এর গড় মান ২৫ হলে, x এর মান কত?

সমাধানঃ-

এখানে,

মোট সংখ্যা- ৪

গড় মান- ২৫

অতএব, (২৫ × ৪) = ১০০

আবার প্রশ্নে প্রদত্ব সংখ্যাগুলো = (৫ + ৬ + ৯) = ২০

সুতরাং ৪র্থ সংখ্যা = (১০০ – ২০) = ৮০

RAISUL ISLAM HRIDOY

ZERO TO INFINITY

শর্ট টেকনিক ও বিভিন্ন কৌশল

পর্বঃ-০১

বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো মনে রাখার জন্য সহজ নিয়ম ও কৌশল। যা চাকরির পরীক্ষার কঠিন বিষয়গুলো সহজ করে তোলতে সহায়তা করবে।

RAISUL ISLAM HRIDOY